www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

বর্ষশেষের বিভিন্ন উৎসব ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ১৮ চৈত্র – ২৪ চৈত্র, ১৪২৩ ঃ ১ এপ্রিল – ৭ এপ্রিল, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 24, 1 April - 7 April, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে আধার

কার্ড বাধ্যতামূলক নয়। এই রায়ে শিথিল হল কেন্দ্রের নির্দেশ। তবে সকলকে অবিলম্বে আধার কার্ড করার নির্দেশ জারি রয়েছে। এদিকে মোবাইল সংযোগে বাধ্যতামূলক হল আধার। সব সংস্থাকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে ইতিমধ্যে।

রবিবার : ১৫ মিনিটের ঝড় ও বৃদ্ধির দাপটে লন্ডভন্ড হয়ে গেল

মালদা জেলার ৫টি ব্লক। দেওয়াল চাপা পড়ে ১ কিশোর সহ মারা গেল ২ জন। আহত তিন। হঠাৎ এই ঝড়ে হতবাক জেলাবাসী।

সোমবার : সুন্দরবনের ধানে ক্রেমিয়ামের প্রকোপ। ধান কেনা

বন্ধ ইউরোপীয় ইউনিয়নে। ২০০৯ সাল থেকে সুন্দরবনের ধান চাষিদের মাথায় হাত। এই সঙ্কট মিটতে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের গবেষণায়। তারা এমন ব্যাক্টেরিয়া খুঁজে পেয়েছে যারা ধানে এই দূষণ রোধ করবে।

মঙ্গলবার : সাহিত্য অকাদেমি

প্রাপকরা নানা প্রতিবাদে আর পুরস্কার ফেরাতে পারবেন না। জানিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট।

বুধবার : দেশের মাটিতে ধর্মশালায় চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া

চার দিনেই দুরমুশ করে অজি ক্রিকেটারদের যোগ্য জবাব দিল ভারত। ক্রিকেট মাঠকে তিক্ততায় ভরিয়ে তুলেছিল স্মিথের দল।

বৃহস্পতিবার : অবশেষে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল

জিএসটি বিল। আর কোনও বাধা রইল না নতুন এই কর ব্যবস্থা চালুতে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন ১ জুলাই থেকে জিএসটি চালুর জন্য একটাই কাজ বাকি পণ্য মাফিক কর নির্ধারণ।

শুক্রবার : তিন তালাক মামলা

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে মহিলাদের আবেগ ও আত্মমর্যাদা জড়িত। তাই গরমের ছুটির মধ্যেই সম্ভবত ১১ মে তালাক মামলার শুনানি শুনতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলাদেশে আইএস জঙ্গি নিধন

সীমান্তবর্তী এলাকায় রেড অ্যালার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সপ্তাহ জুড়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গি বাহিনীকে নিকেষ করতে হাসিনা সরকারের পুলিশ–সেনা কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটিতে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন কুখ্যাত জঙ্গিকে খতম করেছে সেনা ও পুলিশবাহিনী। ইসলামিক স্টেট মতাদর্শে বিশ্বাসী ও দেশের মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন নব্য জেএমবি সদস্য–সদস্যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর অস্ত্র–শস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে ঘাঁটি গাড়ে।

গত সপ্তাহে ও দেশের গোয়েন্দারা জানতে পারে সিলেটের আতিয়া মহলে বেশ কয়েকজন জঙ্গি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে আছে। ওই বাড়িটিকে ঘিরে ধরে পুলিশ ও সেনা আক্রমণ করে। ওই অভিযানে কুখ্যাত ৬ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। তারপর গোয়েন্দারা জানতে পারে মৌলভি বাজারের একটি বাড়িতে জঙ্গিরা লুকিয়ে আছে। পুলিশ ও

সেনার যৌথ আক্রমণে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বেশ কয়েকজন জঙ্গি। কুমিল্লা সদর উপজেলাতেও জঙ্গি ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেই ঘাঁটিটি এখন পুলিশ ঘিরে রেখেছে। হাসিনা সরকার কড়া পদক্ষেপে জঙ্গি মোকাবিলা করছে। তার জেরে ওদেশের জেহাদি মৌলবাদি জঙ্গিরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এই রাজ্যের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর ওদেশে তাড়া খাওয়া জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসার তাল খুঁজছে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার নদী উপকূলবর্তী সীমান্ত এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের ছক কষছে জঙ্গিরা। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মালদহের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার বিএসএফ ও উপকূলরক্ষী বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বেশ কিছু অবৈধ মাদ্রাসা আছে, যেখানে ধর্মশিক্ষার নামে জেহাদি কার্যকলাপ চলে। এ রাজ্যে ইতিমধ্যে আইএস তার ডালপালা ছড়াতে শুরু করেছে। ওপার বাংলার জামাত উল মুজাহিদিন এবং এ রাজ্যের ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন গোষ্ঠী এখন আইএস ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যৌথভাবে জেহাদি কার্যকলাপে মদত দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর ওপারের তাড়া খাওয়া জঙ্গিরা যাতে এ রাজ্যে ঘাঁটি গাড়তে না পারে তার জন্য সীমান্তবর্তী থানা গুলিকে অ্যালার্ট থাকতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের হিন্দু স্ট্রাগল কমিটির দাবি

বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ মার্চ কলকাতা প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশের হিন্দু স্ট্রাগল কমিটি এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ওই সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি শিপনকুমার বসু এক প্রেস বিবৃতিতে জানালেন— ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন পূর্ব–পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২০ শতাংশ, ১৯৭১ সালে তা ছিল ১৯.৬%। অর্থাৎ পাকিস্তান জমানায় পঁচিশ বছরে কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। স্বাধীন বাংলাদেশের আমলে এখন বলা হচ্ছে হিন্দুর সংখ্যা ৯ শতাংশ। তাহলে চার দশকে কমেছে ১০ শতাংশ। পাকিস্তান একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র, তদুপরি পাক ভারত জনসংখ্যা বিনিময়, হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে হিন্দু কমে যাওয়াটা তেমন বেমানান ছিল না।

ছবি: উৎপল রায়

বক্তব্য রাখছেন ফ্রেমিশ পার্লামেন্টের সদস্য ফ্র্যাঙ্ক ক্রিয়েলম্যান

পক্ষান্তরে বাংলাদেশে হিন্দু কমার গ্রহণযোগ্য কোনও কারণ নেই, অন্তত থাকার কথা নয় তবু অনবরত কমছে তো কমছেই। আমাদের দেশের বর্তমান সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার চ্যাম্পিয়ন বলে দাবিদার। তারা বলছেন, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করবেন। জঙ্গি সংগঠন জেএমবি বলছে, ২০২০ সালের মধ্যে তারা বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে। কোনটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অথবা দুটোই একসঙ্গে হতে পারে কিনা বা দুটোই শুধুমাত্র শ্লোগান কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। বাংলাদেশের হিন্দুরা ভাবে তারা শেষ পর্যন্ত নিজ দেশে থাকতে পারবেন না। জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরিয়সী' অর্থাৎ মা ও মাতৃভূমি হিন্দুদের কাছে স্বর্গ–সমান হলেও চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি থেকে হিন্দু প্রতিনিয়ত বিতাড়িত। বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দিনে দিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদিও 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত, বর্তমান উন্নত বিশ্ব এর প্রমাণ। হিন্দুরা না থাকলে সহাবস্থান যেমন থাকবে না, শান্তিও থাকার কথা নয়। অবশ্য কিছু মানুষ আছেন, যারা অশান্তিতে থাকতেও রাজি, কিন্তু হিন্দুর সাথে থাকতে রাজি নন। তাদের কথা ভিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্রটি কী চায় তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। রাষ্ট্র না চাইলে হবে না। রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর প্রয়োজন। রাষ্ট্র হবে ধর্ম নির্বিশেষে সবার।

এরপর পাঁচের পাতায়

চোলাই রুখতে তিনটি আবগারি জেলা

কুনাল মালিক

মদ মুক্ত রাজ্যের দাবি জনতা দলের

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় একের পর এক বিষাক্ত চোলাই মদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে। ২০১১ সালে মগরাহাটের সংগ্রামপুরে প্রায় ১৭৫ জন মানুষ বিষ মদ খেয়ে মারা যান। তারপর নোদাখালি থানা এলাকায় গত জানুয়ারি মাসে ৬ জন মারা যান। সম্প্রতি বারুইপুর ও ক্যানিং এলাকায় প্রায় ১৪ জন মানুষ বিষ চোলাই মদের বলি হন। রাজ্য সরকার প্রথম দিকে মৃত পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। যখনই কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটে তখনই আবগারি দফতর ও স্থানীয় থানা প্রশাসন তৎপর হয়। কিন্তু কিছুদিন পর আবার চোলাই মদ বিক্রি শুরু হয়ে যায়। বেশ কিছু থানা এলাকায় অভিযোগ যে এক শ্রেণির পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় চোলাই কারবারিরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যায়। এখনও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পৈলান, ফলতা এলাকায় চোলাই মদ তৈরি হচ্ছে। হুগলি নদীর ওপারে হাওড়া জেলার শাঁড়াভাঙায় তৈরি চোলাই রাতের অন্ধকারে নৌকা করে রায়পুর–গদাখালি–বুড়ুলে চলে আসছে। ওই মদ বিভিন্ন ঠেকে ডেলিভারি হচ্ছে। আবগারি দফতরের কর্মীর অভাবে ঠিক ভাবে জেলা জুড়ে 'নজরদারি'ও হচ্ছিল না।

সম্প্রতি বারুইপুরের ঘোলাবাজারে চোলাই খেয়ে মৃত্যুর পরে বেআইনি ঠেকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা

সম্প্রতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশকে ভেঙে তিনটি জেলা পুলিশ করা হয়েছে। ঠিক সেভাবেই জেলা আবগারি প্রশাসনকে ভেঙে বারুইপুর, কাকদ্বীপ ও ডায়মন্ডহারবার জেলা আবগারি প্রশাসন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য আবগারি দফতর। এর ফলে চোলাই আটকাতে করতে আবগারি দফতরের সুবিধা হবে। জনতা দল (ইউনাইটেডের) রাজ্য কনভেনর অশোক দাস জানালেন, তাঁরা রাজ্য সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারক লিপি দিয়ে বিহারের মতো এই রাজ্যকে সম্পূর্ণ মদ মুক্ত রাজ্য হিসাবে ঘোষণার দাবি করেছে। সম্প্রতি চোলাই বিষ মদ খেয়ে বারুইপুর–ক্যানিং এলাকার মৃত ও অসুস্থ মানুষদের পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেন তাদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি অসুস্থ মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন। অশোকবাবু বলেন, মৃত ও অসুস্থ মানুষদের পরিবারকে সরকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিক। সেই সঙ্গে সুস্থ সমাজ ও নিরোগ প্রজন্ম গড়তে পশ্চিমবঙ্গকে সম্পূর্ণ মদ মুক্ত রাজ্য হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দ্রুত ঘোষণা করুক।

ছাত্রী খুনের কিনারায় মোবাইল ভরসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাকদ্বীপ : প্রেমে ব্যর্থ এক আত্মঘাতী কলেজ ছাত্রীর মোবাইলের সূত্র ধরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাকদ্বীপের তিলকচন্দ্রপুর এলাকা। মৃত সোমা দাস (২০) কাকদ্বীপ কলেজে পড়ত। ছাত্রীর মোবাইল ফোনের সূত্রে স্থানীয় যুবকের সঙ্গে একাধিক এসএমএস চালাচালি প্রকাশ্যে আসে। সেই মোবাইলের কথোপকথনের সূত্র ধরে ছাত্রীর বাবা সমীর দাস হার্ডউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার ছাত্রীর প্রেমিক অরিন্দম পানীগ্রাহীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের

শোকার্ত মৃত ছাত্রী সোমা দাসের পরিবার

করেছেন। অরিন্দম একটি ক্যাটারিং সংস্থার মালিক। অভিযুক্ত অরিন্দমকে একাধিকবার ফোন করেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ছাত্রীর মোবাইলের মেসেজ খতিয়ে দেখছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ছাত্রীর কয়েকজন বান্ধবীকে। সমীর দাস পেশায় কাঠমিস্ত্রি। এক মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে পরিবার।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফিল্মি কায়দায় বাড়ি ফিরলেন ওড়িশার পলাতক ছাত্রী

জয়িতা কুন্ডু

সিনেমায় যেমন হয়, ঠিক তেমনই করে দেখালেন শেখ আসরাফুল। সেলুলয়েডে তোলা চিত্রকে বাস্তবের মাটিতে এনে ফেললেন। রবিবার রাতে কটক থেকে বাড়ি ফিরলেন এক তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে। অবিবাহিত আসরাফুলের সঙ্গে এক অপরিচিত তরুণীকে দেখে তো বাড়ির লোকজন রেগে আগুন। কে এই তরুণী? কোথায়ই বা পেলেন আসরাফুল তাঁকে? হাজারও প্রশ্নের মুখে তখন আসরাফুল। রবিবার দুপুরে হাওড়াগামী ফলকনামা এক্সপ্রেসে চেপে কটক থেকে বাড়ি ফিরছিলেন আসরাফুল। ট্রেন যখন বালেশ্বরে পৌঁছয় তখন এক বছর সতেরোর তরুণী তার কাছ থেকে জল খেতে চায়। এক–দু কথায় আলাপ জমে দুজনের। 'ট্রেনটা কোথায় যাবে?' জানতে চান তরুণী। সন্দেহ দানা বাঁধে আসরাফুলের মনে। একটু চেপে ধরতেই জানতে পারেন তরুণী বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। বাড়িতে বাবা মার সাথে ঝগড়া হওয়ায় তাঁর এই সিদ্ধান্ত। তরুণী কলকাতায় যেতে চান। আসরাফুলের প্রশ্নের উত্তরে তরুণী জানান কলকাতায় এর আগে কখনও তিনি আসেন নি। তার কোনও পরিচিত জনও নেই কলকাতায়। আসরাফুল তাকে বোঝান। বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। একা এক তরুণী কলকাতায় গিয়ে পড়লে কী কী বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে সে বিষয়েও বলেন। কিন্তু তরুণী নাছোড়। দরকার হলে আত্মহত্যা করবেন তবুও বাড়ি ফিরবেন না বলে জানিয়ে দেন আসরাফুলকে। ট্রেন খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছালে আসরাফুল যখন ট্রেন থেকে নামেন, নেমে পড়েন ওই তরুণীও। আসরাফুলকে জানান তিনিও তার সাথে তাঁদের বাড়ি যাবেন। বছর পঁচিশের আসরাফুল পড়েন মহাবিপদে। উপায়ন্তর না দেখে বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়েই তরুণীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান।

হিরো শেখ আসরাফুল

শেখ আসরাফুল পেশায় একজন গ্যাডেন ডিজাইনার। কর্মসূত্রে থাকেন ওড়িশার কটকে। তাঁর বাড়ি বাগনান থানার কল্যাণপুর গ্রামের হিজরি পাড়ায়। প্রথমে আসরাফুলের যাত্রাপথের এই কাহিনী তাঁর বাড়ির লোকজন বিশ্বাস করেন নি। পরে তাঁরা মেয়েটির থেকে সব শুনে বিশ্বাস করেন। আসরাফুলই কৌশল করে মেয়েটির বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বর জেনে নেয়। রাতেই মেয়েটির বাবাকে ফোন করে তাঁর খবর দেন। সোমবার সকালে ভিলেজ পুলিশকেও খবর দেন। বাগনান থানার ওসি উজ্জ্বল দাসকে ঘটনাটি জানানোয় পুলিশ আসরাফুলদের বাড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। খবর দেন মেয়েটির বাড়িতে। পুলিশ সূত্রের খবর মেয়েটির বাড়ি ওড়িশার কটকের টাঙ্গি থানা এলাকার এক গ্রামে। কটকের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং–এর প্রথম বর্ষের ছাত্রী সে। ছাত্রী নাবালিকা হওয়ায় তাকে সিডব্লুইসি–তে রাখা হয় এবং সেখান থেকেই মঙ্গলবার সকালে তাকে বাড়ির লোকেদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে আসরাফুলকে ফোন করেন ছাত্রীটির বাবা। ওড়িশায় গেলে তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্যও বলেন। আসরাফুল বলেন, এই কাজে তার বাড়ির এবং গ্রামের মানুষ গর্বিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে চারিদিকে যখন নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ–এর মতো ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে তখন হাওড়ার এই প্রত্যন্ত গ্রামে শেখ আসরাফুলের মতো যুবকদের এই আচরণ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। অত্যন্ত লাজুকভাবে আসরাফুল জানালেন, মেয়েটির সারল্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ওড়িশা গেলে তিনি অবশ্যই দেখা করতে যাবেন ওই ছাত্রীর বাড়ি।

নাবালিকা বিয়েতে এগিয়ে পাথরপ্রতিমা

বন্ধ করতে সচেষ্ট প্রশাসন, চাইল্ড লাইন

মেহেবুব গাজী

গত ৩ মার্চ। পাথরপ্রতিমার পূর্ণচন্দ্রপুর–শ্রীনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেরপুর গ্রাম। এখানকার এক নাবালিকার বিয়ে হচ্ছে খবর পেয়ে গ্রামে পৌঁছয় বিডিও শক্তি বরা, চাইল্ড লাইনের সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্য, পুলিশ। বিয়ে বন্ধের জন্য গ্রামে পৌঁছনোর পর ওই নাবালিকার পরিবার বয়সের প্রমাণ হিসেবে আধার কার্ড দেখায় প্রশাসনকে। নাবালিকার স্কুলের নথির সঙ্গে যার মিল নেই। প্রশাসন বয়স যাচাই করার আগেই নাবালিকাকে অন্যত্র সরিয়ে দেয় পরিবার। পরিবারের লোক প্রশাসনকে বোকা বানিয়ে নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। প্রশাসন উদ্যোগ নিয়েও এই বিয়ে আটকাতে পারেনি।

মেহেরপুরের মত ঘটনা আকছার ঘটে এই ব্লকে। সুন্দরবনের এই ব্লকে সবচেয়ে বেশি নাবালিকা বিয়ে হয় বলে পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে। ২০১৬ এপ্রিল থেকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস অর্থাৎ ১১ মাসে ৩৪টি নাবালিকার বিয়ে হয়েছে এই ব্লকে। এরমধ্যে আটকানো গিয়েছে ১৮টি বিয়ে। অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা যায়নি। ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে নাবালিকা বিয়ে বন্ধে সারা দেশে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে থাকে। এই ব্লকে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এসএসডিসি এই কাজ করত। বিয়ে বন্ধের জন্য প্রয়োজনে ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতা নেয় এই সংস্থা। কিন্তু এই সংস্থাকে বিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। ফলে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে চাইল্ড লাইন নাবালিকা বিয়ে বন্ধের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়। চাইল্ড লাইন আগের সংস্থাকে সহযোগী করে এই কাজ শুরু করে। সেই কাজ করতে গিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে একটি দল তৈরি করা হয়। সেই দলের সদস্য হিসেবে নেওয়া হয় স্কুল ছাত্রী, পঞ্চায়েত সদস্যাদের। মূলত তাঁরাই এখন নাবালিকা বিয়ে বন্ধের বিশেষ উদ্যোগ নেয়।

মেয়েরপুরের ঘটনার বিপরীত চিত্রও ধরা পড়ে এই ব্লকের দিগম্বরপুর পঞ্চায়েতে। এ বছরের সরস্বতী পুজোর দিন নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল। এই খবর পাওয়া মাত্র ওই ছাত্রীর স্কুলের বান্ধবীরা বিয়ে বন্ধের জন্য প্রথম উদ্যোগ নেয়। স্কুলছাত্রী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা মিলে সেদিন ওই নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করতে সফল হয়েছিল। দিগম্বরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরা বলেন, 'আমরা নাবালিকা বিয়ে বন্ধের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। স্কুলছাত্রী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সামনে থেকে এই বিয়ে বন্ধের কাজ করছে। এই ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকায় এই পদ্ধতিতে দল গড়ে নাবালিকা বিয়ে বন্ধের উদ্যোগ নেয়।'

চাইল্ড লাইনের কর্মী জিয়াউল রহমান বলেন, 'এই এলাকাটি দুর্গম। নদীবেষ্টিত ওই দ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব ভাল নয়। সেজন্য নাবালিকা বিয়ের খবর পেয়েও সবসময় ঘটনাস্থলে পৌঁছনো যায় না। অনেকক্ষেত্রে আবার নাবালিকার পরিবার মুচলেকা লিখে দেওয়ার পরও অন্যত্র নিয়ে গিয়েও বিয়ে দিচ্ছে। হতাশার মাঝেও আলোর দিশা দেখাচ্ছেন এলাকার স্কুলছাত্রী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।'

পাথরপ্রতিমার বিডিও শক্তি বরা বলেন, 'সরকারিভাবে নাবালিকা বিয়ে বন্ধে লাগাতার প্রচার চালানো হচ্ছে। স্কুলে গিয়েও সচেতন করা হচ্ছে। সবক্ষেত্রে বিয়ের খবর আসে না বলেই নাবালিকা বিয়ে পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না।

শেয়ার নিয়ে অজ্ঞতা দূর করুন

নয়া অর্থবর্ষে শপথ জোরদার লগ্নির, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত উজ্জ্বলে পদক্ষেপ এখনই

পার্থসারথি গুহ

এও এক বর্ষবরণ। পুরনোকে ছেড়ে নতুন বছরে পা রাখা। আসন্ন বাংলা নববর্ষের সঙ্গে একে অবশ্য গুলিয়ে ফেলবেন না। কারণ এই বর্ষবরণের মাধ্যমে নয়া অর্থবর্ষ ২০১৭–১৮ কে স্বাগত জানানো হচ্ছে। ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষ কদিন পরেই অতীত হয়ে যাবে। রেখে যাবে নোটবন্দির অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। সর্বোপরি দেশের মানুষকে আয়কর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলার অর্থবর্ষ হিসেবেও ২০১৬–২০১৭ ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেবে। প্রশ্ন উঠতে পারে নয়া অর্থবর্ষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ কী? এখানেই যেটা উঠে আসছে তা হল অর্থনীতি ও অর্থবাজারের হালহকিকৎ সম্পর্কে প্রত্যেকের কিছু না কিছু জানা জরুরি। নিজেদের আখেরের ক্ষেত্রেই তা কাজে আসবে। অথচ দেখা যায় বেশিরভাগ ভারতবাসীই শেয়ার বাজার নিয়ে কেমন যেন নীরব। ভাবখানা এই যে, শেয়ার বাজারে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে আমাদের কি? অথচ যে কোনও দেশের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পিছনে অর্থ বাজারের যে বড় ভূমিকা থাকে তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। দুঃখের বিষয় ভারতের মাত্র ৩ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে শেয়ার বাজারে রয়েছেন। এই বিশাল জনসংখ্যার অধিকাংশই শেয়ার বাজার নিয়ে বিন্দুবিসর্গ বোঝেন না। এখন বিশ্ব অর্থনীতি যেদিকে এগোচ্ছে, ভারতে যেভাবে সুদের হার কমে যাচ্ছে তাতে আগামী দিনে ভারতবাসীর উপার্জনের একটা বড় মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে শেয়ার বাজার। কারণ বুদ্ধি করে ভালো সংস্থায় লগ্নি করলে যে পরিমাণ লাভ করা সম্ভব তা আর কোথাও মিলবে না। এই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। যাঁরা সরাসরি শেয়ার বাজারে আসতে চান না তাঁদের জন্য মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে। যা আপনাকে সম্পদে পরিপূর্ণ করতে পারে। ধীরে ধীরে ছোট ছোট এসআইপি'র মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করা যায়। এছাড়াও ইএলএসএস (ইক্যুটি লিঙ্ক সেভিং স্কিম) এর মতো ফান্ডে টাকা রাখলেও তা একাধারে আপনার কর সাশ্রয় যেমন করবে তেমন পুঁজিকেও সুরক্ষিত রাখবে। সর্বোপরি ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারেরও উচিত সাধারণ মানুষকে শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে অবহিত করা। বিশেষ করে চিটফান্ডের সর্বনাশা গতিবিধি রুখতে শেয়ার বাজারে লগ্নিকে আরও উৎসাহিত করা সরকারের আশু কর্তব্য। কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি যেমন স্বচ্ছতা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প ইত্যাদির জন্য ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তেমনই শেয়ার বা অর্থ বাজার নিয়ে সাধারণের আগ্র বাড়াতে অভিযানে নামা উচিত। প্রয়োজনে ছোট ছোট কর্মশালার মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলাও হবে এই প্রয়াসের অঙ্গ।

আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা

অর্থনীতি

খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ। যারা টেকনিক্যালস আওড়ান তাদের মতে টেকনিক্যাল চার্টে নাকি ধরা পড়ে কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধির তামাম খবরনামা, যাকে আমরা পোষাকী ভাষায় ফান্ডামেন্টাল বলে জানি। অথচ ফান্ডামেন্টালের প্রবক্তারা বলেন অনেক সময় টেকনিক্যাল চার্টে কিছু খবর ধরা যায় না।

যার ভিত্তিতে বড়সড় পরিবর্তন সংগঠিত হয় শেয়ার বাজার বা কোনও সুনির্দিষ্ট শেয়ারে। এর উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যায় সত্যম কম্পিউটর কিংবা হালফিলের অ্যামটেক অটোর বিয়োগানন্ত পরিস্থিতির কথা। তা টেকনিক্যাল চার্টে আগে ধরা পড়েছিল কি? সম্ভবত এর উত্তর না। তা বলে সব বিষয়ে ফান্ডামেন্টাল কেতাই ঠিক নয়। বরং টেকনিক্যালসের মূল্য কোনও অংশে কম নয়। উচিত হচ্ছে এই দুই পথের সমন্বয়ের মাধ্যমে স্টক মার্কেটকে বিচার করা। তা হলে গিয়ে হয়তো একটা সঠিক রূপরেখা লাভ করা সম্ভব। ওই অ্যালিওপ্যাথ আর হোমিওপ্যাথ উভয়ের কোঅর্ডিনেশনে চিকিৎসা করার মতো। এতেই পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভ সম্ভব। আর শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে প্রকৃত দিশা লাভ ঘটে এই সমন্বয়ের মেলবন্ধনে। তাই টেকনিক্যালস এবং ফান্ডামেন্টালস–এর পক্ষে ট্যাঁড়া পেটাচ্ছেন যারা তাদের কাছে বিনীত নিবেদন দেখুন না এই দুয়ের সমষ্ঠিতে একটা সূত্র বের করার। যাতে অযাচিত সাফল্য পাওয়া যেতে পারে শেয়ার বাজারের নিরিখে। এভাবেই শেয়ার বাজার আগামী দিনের উজ্জ্বল প্রজন্ম গড়ার পথিকৃত হয়ে উঠতে পারে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ এপ্রিল – ৭ এপ্রিল, ২০১৭

মেষ: মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পেলেও মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে পড়বেন। আপনার পূর্বকল্পিত দায়িত্ব বহুল কাজগুলি বাধার মধ্যেও সু–সম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ। শিক্ষায় সাফল্য।

বৃষ: পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির দ্বারা মন আকৃষ্ট হবে। অযথা মাথা গরম করবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

মিথুন: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক শুভ কাজ করতে সমর্থ হবেন। যাঁরা গান বাজনা করেন তাঁরা সাফল্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধা থাকলেও শুভ হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্য পাবেন।

কর্কট: কর্মস্থলে প্রচুর দায়িত্ব বেড়ে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট শুভফল পাবেন। মান–সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি হবে। তবে সঞ্চয়ে বাধা। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

সিংহ: মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। বন্ধু থেকে সাবধান থাকবেন। আত্মীয়দের সঙ্গে মতান্তর ঘটতে পারে। সাবধানে চলবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ। প্রতারনার দ্বারা ক্ষতি। কর্মে উন্নতির যোগ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। শিরঃপীড়ার যোগ রয়েছে।

কন্যা: সময়টি শুভ হলেও মাঝে মাঝে ঝামেলা ভোগ করতে হবে। অর্থনৈতিক দিক শুভ কিন্তু খরচের মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন।

তুলা: আধ্যাত্মিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। শরীর ভাল যাবে না। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে বাধা আসবে, তথাপি শুভফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। অথবা কর্মে উন্নতির যোগ।

বৃশ্চিক: খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অনেকে বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দেবে। শিক্ষায় ভালফল পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু: বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে বলবেন না। ব্যবসায় উন্নতির যোগ। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি'র বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে।

মকর: আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পেলেও সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। জল থেকে সাবধান থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। বুঝে না চললে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ: আপনার সুন্দর মানসিকতার জোরে সম্মান পাবেন। শিক্ষায় ভালফল হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়া বুঝে করবেন।

মীন: গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন, শরীর ভাল যাবে না। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে শুভ, ভ্রমণে বাধা।

শব্দবার্তা ২৪

১		২	■	৩		৪
	■	৫			■	
	■		■	■	৬	
৭	৮		■	■		■
■		■	■	৯		১০
১১		■	■		■	
	■	১২			■	
১৩			■	১৪		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। রৌপ্যমুদ্রা ৩। অতি ক্ষুদ্র, রবীন্দ্রকাব্য বিশেষ ৫। যে পথ ভুলে যায় ৬। চক্রাকার বস্তু ৭। জাহান্নাম ৯। ছাপার অক্ষর বিশেষ ১১। অভিমানী, গর্বী ১২। একাধিক বস্তুর মিশ্রণে নতুন বস্তুর সৃষ্টি ১৩। গণনীয়, গ্রাহ্য ১৪। পোড়া ভাত।

উপর–নীচ

১। প্রসাধনের প্রলেপ বিশেষ ২। শিবের জটা ৩। সুকুমার শিল্প ৪। ছন্দোবদ্ধ ব্যাখ্যা ৬। দরমা ৮ হাতি ৯। পার্শ্বচর, মোসাহেব ১০। কানের ভিতরে পুঁজ জমা ১১। স্তুতিপাঠক, বন্দনাগায়ক ১২। বাম ও দক্ষিণ উভয়।

সমাধান : শব্দবার্তা ২৩

পাশাপাশি : ১। পাঁচনি ৩। অদেখা ৪। পথকর ৫। ফিঙ্কক ৭। নসিব ৯। নরান্তক ১১। উচ্ছল ১২। কামনা।

উপর–নীচ : ১। পাঁচফোড়ন ২। নিষ্পাপ ৩। আশরফি ৬। ক খ না জানা ৮। বনফুল ১০। কণ্ঠিকা।

ন্যাশনাল ইনশিওরেন্সে ২০৫ জন অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০৫ জন কর্মী নেবে ন্যাশনাল ইনশিওরেন্স কোম্পানি। নিয়োগ হবে স্কেল–ওয়ান ক্যাডারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (জেনারেলিস্ট) পদে। ১ বছরের প্রবেশন। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ : সাধারণ ১১৩, তফসিলি জাতি ৩১, তফসিলি উপজাতি ১৬, ওবিসি ৪৫। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত, দৃষ্টিসংক্রান্ত এবং শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বয়স : ১–৩–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৩২,৭৯৫–৬২,৩১৫ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের (প্রিলিমিনারি ও মেন) অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা, বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল এবং শিলিগুড়ি। প্রিলিমিনারি অনলাইন পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৩ ও ৪ জুন। মেন এক্সামিনেশনের সম্ভাব্য তারিখ ২ জুলাই।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৩৫ নম্বর) এবং রিজনিং এবিলিটি (৩৫ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ১ ঘন্টা। মেন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রান হবে রিজনিং (৪০ নম্বর), কম্পিউটার নলেজ (৪০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৪০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০ নম্বর) এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৪০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘন্টা। এছাড়া ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (প্রেসি ও এসে রাইটিং এবং কম্প্রিহেনশন) বিষয়ক ডেসক্রিপটিভ ধরনের মোট ৩০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। সব ক্ষেত্রেই নেগেটিভ মার্কিং আছে। সবশেষে ইন্টারভিউ।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.nationalinsuranceindia.com প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে সই করা (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

কাজের খবর

ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি নিজের কাছে রেখে দেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিট করার পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

নয়াদিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা নাট্যকলায় (ড্রামাটিক আর্টস) ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৭–২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি নিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের থিয়েটারে অভিনয়, পরিচালনা, ডিজাইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শাখায় পেশাদারি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কোর্স চলাকালীন স্কলারশিপ দেওয়া হবে। কোর্স শুরু হবে জুলাইয়ে।

মোট আসনসংখ্যা : ২৬টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৭)। ভারত সরকারের নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্তত স্নাতক। সেই সঙ্গে অন্তত ৬টি মঞ্চ–প্রযোজনায় অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে। এছাড়া হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

স্কলারশিপ : প্রতিমাসে ৮,০০০ টাকা।

প্রার্থী মনোনীত করা হবে দুটি ধাপে। প্রথমে প্রার্থীদের একটি অডিশন নেওয়া হবে। কলকাতায় অডিশনের তারিখ ৩ এবং ৪ মে। অডিশনে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একটি ৫ দিনের কর্মশালায় যোগদান করতে হবে এবং পারফর্ম্যান্সের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রার্থী মনোনীত করবেন।

কর্মশালাটি চলবে ১০ থেকে ১৪ জুন। সবশেষে প্রার্থীদের একটি মেডিকেল টেস্ট দিতে হবে। চূড়ান্ত মনোনয়ন পেতে গেলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

আবেদন করা যাবে অনলাইন বা অফলাইনে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.nsd.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল। অনলাইনে ফর্ম সাবমিট করলে ফি বাবদ দিতে হবে ৫০ টাকা। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্র এবং ফি জমা দেওয়ার রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অফলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এবং প্রসপেক্টাস ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। ফি বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাথ্যমে দিতে হবে ১৫০ টাকা। ড্রাফটির 'The Director, National School of Drama, New Delhi'–র অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে।

আবেদনপত্র ভরা খামের ওপর লিখবেন : 'Application for Admission 2017–2020.'

ডিমান্ড ড্রাফট–সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ২২ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : To Dean, Academic, National School of Drama, Bahawalpur House, Bhagwandas Road, New Delhi–110 001.

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

আসামীর আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর আদলতে ভাঙড়ের আসামী সঞ্জীব সিং বিচারকের সাজা শুনে নিজের কোমর থেকে ধারালো অস্ত্র বার করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ১০ বছর আগে ভাঙড়ের বাসিন্দা প্রতিমা রুই দাসকে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার হয় সঞ্জীব। বারুইপুর অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক শৈলেন্দ্র কুমার শিল সঞ্জীবকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ও দু হাজার টাকা জরিমানা করেন। যখন এজলাসে এই সাজা শোনাচ্ছেন বিচারক তখন সঞ্জীব কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। উত্তেজনা ছড়ায় আদালত চত্বরে। বিচারকের নির্দেশে রক্তাক্ত অবস্থায় সাজা প্রাপ্ত সঞ্জীবকে বারুইপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

প্রোমোটারের দাদাগিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর থানার অন্তর্গত গড়িয়ার ক্যানেল রোডে এক প্রোমোটার মালিয়া দেব বর্মন নামে এক বাসিন্দার হাত ভেঙে দেয়। সোনারপুর থানায় দায়ের করা অভিযোগে প্রকাশ বিনা নোটিশে ফ্লাটের কমন এরিয়া থেকে ইলেকট্রিক কানেকশন নিয়ে ব্যবহার করছিল প্রোমোটার রাজীব দাস। বাধা দিতে গেলে ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মালিয়া দেবীর হাত ভেঙে দেয় রাজীব। এর সঙ্গে চলে অশালীন গালিগালাজ। মালিয়া দেবী জানান, তাঁর শ্বশুরমশাই ধীরেন্দ্র নাথ দেব বর্মনের কাছ থেকে চার বছর আগে তিন কাঠা জমি কেনে রাজীব দাস। শুরু করেন ফ্ল্যাট তৈরির কাজ। রাজীবের চুক্তি অনুসারে চারটি ফ্ল্যাট ও একটি দোকান দেবার কথা থাকলেও তিনি দোকান দিতে অস্বীকার করেন। এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন মালিয়া দেবী। এর ফলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রাজীব। এখনো পর্যন্ত প্রোমোটার রাজীবকে ধরতে পারেনি সোনারপুর থানার পুলিশ।

ভরদুপুরে প্রকাশ্যে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরের জৈনপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে তিন দুষ্কৃতী এক বেসরকারি সংস্থার কর্মীকে লক্ষ করে গুলি চালালে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কর্মীর নাম গোপাল হালদার। বয়স বছর ৪০। এলাকার মানুষজন গোপালবাবুকে একটি স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করে। দুষ্কৃতীরা গোপালবাবুর ব্যাগ থেকে প্রায় ৫ হাজার টাকা ও মোবাইল ছিনতাই করে পালায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গোপালবাবু মোটরবাইকে চেপে যাওয়ার সময় তিন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে পথ আটকায়। গোপালবাবুকে বাইক থেকে নামিয়ে মারধর শুরু করে। বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে গোপালবাবুর মাথায় আঘাত করে। ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার সময় গোপালবাবুকে লক্ষ করে দু রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। অল্পের জন্য বেঁচে যান গোপালবাবু। বাঁ পা ঘেঁষে গুলিটি বেরিয়ে যায়। গোপালবাবুর বাড়ি ক্যানিং–এর তালদিতে। এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

২ হাজার লিটার চোলাই আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর বিষ মদ কান্ডে ১৩ জনের মৃত্যু হতেই নড়েচড়ে বসলো পুলিশ প্রশাসন। এই মৃত্যুর ঘটনায় গাফিলতির জন্য সাসপেন্ড করা হয় আবগারী ওসি ও বারুইপুর থানার একজন অ্যাসিসটেন্ট সাব ইন্সপেক্টরকে। এর পরেই মাঠে নেমে পড়েন সোনারপুর থানার আইসি পরেশ রায়। শুরু হয় চিরুনি তল্লাসি। ১০ দিনের মধ্যে ধরা পড়ে ১৭৮১ লিটার বেআইনি মদ। গ্রেফতার হয় ১৯ জন। সোনারপুরের গড়িয়া জলপোল, ঢালুয়া, বিদ্যাধর, রেনিয়া, বাঘের ঘোল, নরেন্দ্রপুর, সুভাষগ্রাম, চৌহাটি খুড়িগাছি থেকে ধরা পড়ে চোলাই কারবারীরা। ঠিক দু দিনের মাথায় গড়িয়া জলপোল ও রানাভুতিয়া থেকে ধরে পড়ে ১৪ জন। রাতদিন এই ধরপাকড় চলছে। সোনারপুর থানার আইসি নেতৃত্বে টহলদারি গাড়ি নজরদারি চালাচ্ছে। বারুইপুর এসডিপিও অর্ক ব্যানার্জির নেতৃত্বে রাসায়নিক উদ্ধার করা হয় ধানক্ষেত থেকে। স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন বহুদিন ধরেই এই চোলাই–এর কারবার চলছে। পুলিশ কি এতো দিন ঘুমোচ্ছিল?

পুকুরে নরকঙ্কাল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁশদ্রোনী ব্রহ্মপুরে একটি পুকুর পরিস্কারের সময় উঠে আসে একটি নরকঙ্কাল। দীর্ঘ দিন ধরে জমে থাকা পানা সরাতে গিয়ে কর্মীরা এক নরকঙ্কালের সন্ধান পান। সঙ্গে উঠে আসে মানি ব্যাগ, বেল্ট ও একটি প্যান্ট। বাঁশদ্রোনী থানার পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে এম আর বাঙুর হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সুত্রে খবর নরকঙ্কালটির পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান কেউ খুন করে পানা পুকুরে ফেলে দেয় দেহটিকে। তদন্ত চলছে।

দুমাস ধরে ওসি নেই, ভোগান্তি রায়দিঘিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : ওসি ছাড়াই চলছে থানা। গত দু'মাসের বেশি সময় ধরে রায়দিঘি থানাতে নেই কোনও ওসি। অগত্যা সেকেন্ড অফিসার তথা একজন এসআইকে থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে থানা পরিচালনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেওয়ায় এলাকার বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে ছুটতে হচ্ছে বর্তমান থানা থেকে প্রায় ২০ কিমি দূরে দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে অবস্থিত মন্দিরবাজারের সার্কেল ইন্সপেক্টরের (সিআই) অফিসে। এলাকার বাসিন্দারা যেমন বিপাকে পড়েছেন, তেমনি বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ সামাল দিতে সঠিক পদক্ষেপ নিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে থানার গুটি কয়েক পুলিশকর্মীকেও। সবকিছু জেনেও নির্বিকার জেলা পুলিশের কর্তারা। সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার তথাগত বসু বলেন, 'বিষয়টি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। এখানে আমার কোনও বক্তব্য নেই।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের ১১টি গ্রামপঞ্চায়েতকে নিয়ে রায়দিঘি থানা। বর্তমানে থানা এলাকার জনসংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ। ভাঙড় কান্ডের জেরে ২১ জানুয়ারিতে রায়দিঘি থানার ওসি বিশ্বজিৎ ঘোষকে বদলি করা হয় কাশীপুর থানায়। তারপর থেকে রায়দিঘি থানার ওসি পদটি খালি পড়ে রয়েছে। বর্তমানে থানার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সেকেন্ড অফিসার তথা এসআই প্রসেনজিৎ জানা। থানা সূত্রের খবর,

বর্তমানে থানার পুলিশকর্মীর সংখ্যা মাত্র ৩০ জন। এর মধ্যে ৫ জন এসআই, ৪ জন এএসআই, কনস্টেবল ১২ জন ও ৯ জন হোমগার্ড রয়েছে। তার উপর গত কয়েক বছর ধরে দৈহিক জেনারেল ডায়েরি (জিডি) ও এফআইআরের সংখ্যা বেড়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহে কমবেশি ২০০টি জিডি এবং কমবেশি ২০–২৫টি এফআইআর দায়ের হয়। কিন্তু ওসি না থাকায় পুলিশ কর্মীদের পরিচালনা থেকে দ্রুত পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেওয়ায় এলাকার বাসিন্দাদের দায়ের করা জিডি ও এফআইআরের প্রাথমিক তদন্ত করার কাজ প্রায় থমকে যাচ্ছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে আবার মৌখিক অভাব অভিযোগ জানাতে গিয়েও ওসি না থাকার কারণ দেখিয়ে থানা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে বিপাকে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

বাধ্য হয়ে অভাব অভিযোগ নিয়ে ছুটতে হচ্ছে বর্তমান থানা থেকে প্রায় ২০ কিমি দূরে দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে অবস্থিত মন্দিরবাজারের সার্কেল ইন্সপেক্টারের অফিসে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি তথা রায়দিঘির তৃণমূল নেতা শান্তনু বাপুলি সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ভেঙে সবে মাত্র নতুন পুলিশ জেলা হল। রায়দিঘি থানা সুন্দরবন পুলিশ জেলার মধ্যে পড়েছে। হয়তো নতুন পুলিশ জেলা গোছাতে একটু সময় লাগছে। তবুও থানাতে ওসি না থাকায় সাধারণ মানুষ সত্যি বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। বিষয়টি আমরা জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি। আশা রাখছি দ্রুত রায়দিঘি থানাতে ওসি পোস্টিং করবে প্রশাসন।' সিপিএমের জোনাল কমিটির নেতা কালিগোপাল হালদার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রায়দিঘি থানায় ওসি না থাকায় বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভেবে থানায় দ্রুত ওসি পোস্টিং করা হোক।'

কন্যাসন্তান বিক্রি করতে গিয়ে পাকড়াও বাবা–মা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দত্তপুকুর থানা এলাকার, দম্পতি নিজেদের কন্যা সন্তানকে শেষ পর্যন্ত বিক্রি করতে পারল না। পরিবারের পুত্র সন্তানের শখ ছিল। কিন্তু পর পর দুবারই দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন স্ত্রী। শুধুমাত্র পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ার আশায় ওই গৃহবধূ তৃতীয়বার গর্ভবতী হয়েছিলেন। কিন্তু দিন কুড়ি আগে ফের কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। পরপর তিনটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় সদ্যজাতকে ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল 'গরিব' বাবা–মা। কিন্তু এলাকার প্রতিবেশীদের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টা ব্যর্থ হল। সদ্যজাতকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। যেহেতু বাবা–মায়ের কাছেই সে নিরাপদ নয়, তাই শিশুটিকে জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লুসি) হাতে তুলে দেওয়া হবে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কুড়ি আগে তাঁদের কন্যা সন্তান হলেও, ওই দম্পতি কোনও প্রতিবেশীকে তা জানায়নি। পড়শিরা এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তাঁদের জানানো হয়েছিল কন্যা সন্তান জন্মের পরই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু দিন চারেক আগে প্রতিবেশীরা তাদের বাড়িতে সদ্যজাতের কান্না শুনতে পান। তারপরই তাঁরা বুঝতে পারেন, শিশুটি বেঁচে রয়েছে। কিন্তু ওই দম্পতি কেন মিথ্যা কথা বলল, তা নিয়ে তাঁদের সন্দেহ হয়। প্রতিবেশীরা ওই দম্পতিকে নজরে রেখেছিলেন। পড়শিদের অভিযোগ বৃহস্পতিবার সকালে একটি টোটোতে করে ওই শিশুকে বিক্রি করতে বের হয় দম্পতি। প্রতিবেশীরা গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের দাবি, বেগতিক বুঝে ওই দম্পতি শিশু বিক্রি করার কথা স্বীকার করে। তারা প্রথমে জানায়, তাদেরই এক আত্মীয়কে ওই সদ্যোজাতকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু পরে স্বীকার করেন, ব্যারাকপুরে এক ব্যক্তির কাছে ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে শিশুটিকে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। এরপরই প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন। দত্তপুকুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সদ্যজাতকে উদ্ধার করে এবং তার বাবা–মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানায় নিয়ে যায়। জেলার পুলিশ সুপার জানান, 'ওই দম্পতি সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে রাখতে চাইছেন না। তাই আমরা তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছি। শুক্রবার তাকে জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেন। সংশ্লিষ্ট কমিটি পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। প্রয়োজন হলে ওই দম্পতিকেও গ্রেফতার করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

হাসপাতালে আত্মহত্যা

অরিন্দম রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : বারাসত জেলা হাসপাতালে আত্মহত্যা করলেন কিডনির সমস্যা নিয়ে ভর্তি হওয়া দেগঙ্গা বেড়াচাঁপার স্বপন মন্ডল (৬৫) নামে এক রোগী। গত ১৯ মার্চ বারাসত জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন স্বপন মন্ডল। শুক্রবার ভোরে পুরুষ বিভাগের বারান্দায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান হাসপাতালের কর্মীরা। কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে হাসপাতালের কর্মীদের নজর এড়িয়ে কী ভাবে তিনি আত্মহত্যা করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মৃতের পরিবার হাসপাতালের বারান্দায় গ্রিলের সঙ্গে লুঙ্গি বেঁধে তা গলায় পেঁচিয়ে ঝুলে পড়েন ওই বৃদ্ধ।

পবন রুইয়ার জামিন নাকচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারাসাত আদালতের এজলাসে মামলাটি ২১ মার্চ মঙ্গলবার ওঠে। শিল্পপতি পবন রুইয়া জামিনের জন্য বারাসত আদালতে হাজির হয়। বিচারক বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় তার জামিনের আবেদন নাকচ করেন। এদিন সকালেই তাকে বারাসত আদালতে আনা হয়। জেশপ কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার পবন রুইয়ার বিরুদ্ধে তাঁর মদতে সরকারি সম্পত্তি চুরি, যন্ত্রাংশে আগুন লাগানো ও প্রমান লোপাটের চেষ্টা সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ২২০, ৪০৬, ৪০৯, ৪৩৬, ৩৪ ধারায় মামলা হয়। তিনি প্রথমে পলাতক ছিলেন। পরে তাঁকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি বারাকপুর মহকুমা আদলতে চলছিল। যেহেতু সরকারি সম্পত্তি চুরির অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে সেই জন্য বারাকপুর আদালত থেকে তাঁর জামিন পাওয়ার কোনও অধিকার ছিল না। তাই উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন করায় তাঁকে বারাসাত জেলা আদালতে আনা হয়েছিল বলে জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী সন্দীপ ভট্টাচার্য।

নিখোঁজ মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : গত সোমবার রাতে নদীতে মাছ ধরার সময় হঠাৎ বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ হয় পরিতোষ মন্ডল নামে এক মৎস্যজীবী। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের পীরখালি এলাকায়। স্থানীয় ও মৎস্যজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে গোসাবার দুলকি ৫ নম্বর গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবী পরিতোষ মন্ডল সহ আরও ৫ জন মৎস্যজীবী একটি নৌকা করে মাছ ধরতে যায় নদীতে। পরের দিন সন্ধ্যার পর বিদ্যা নদীতে মাছ ধরার সময় পীরখালি জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে হঠাৎ পরিতোষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘটি এক ঝটকায় তাকে পিঠে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। হঠাৎ এই আক্রমণে বাকি মৎস্যজীবীরা কি করবে বুঝতে না পেরে খবর দেয় বনদফতরকে। তৎপরতার সঙ্গে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বনদফতরের কর্মীরা। তবে শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এখনও পরিতোষের হদিশ মেলেনি। দুঃসংবাদ পেয়ে পরিতোষের পরিবারে নেমে আসে শোকের অন্ধকার। আগামী দিনে তারা কি অবস্থায় পড়বে তাই নিয়ে হা হুতাশ চলছে। মানুষের দাবি সরকার এখনই এই পরিবারের পাশে দাঁড়াক।

সুভাষ চন্দ্র দাশ: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। অবশেষে ঘুম ভাঙলো প্রশাসনের। বুধবার সকালে ক্যানিং মহিলা থানার উদ্যোগে রায়বাঘিনীতে চলে বাইক ধরপাকড়।

বিরল কচ্ছপ গঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বরানগরের গঙ্গার ঘাটে বিশাল চেহারার কচ্ছপ মেলায় এলাকায় তৈরি হয় চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে বরানগর ঘাটের কাছে পি কে সাহা লেনের গঙ্গার ঘাটে এক বিশালাকার বিরল প্রজাতির কচ্ছপের সন্ধান মেলে স্থানীয় রফি হালদার সহ দুই জেলের জালে। প্রথমটায় তারা ভেবে ছিলেন জালে প্রচুর মাছ পড়েছে, পরে জাল টেনে পাড়ে নিয়ে এসে দেখেন প্রায় ৫০ কেজি ওজনের একটি কচ্ছপ। সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনার কথা চাউর হয়ে যেতে প্রচুর লোক ভিড় জমান বিশাল কচ্ছপটি দেখার জন্যে। যা সামাল দিতে হিমশিম যেতে হয় স্থানীয় বাসিন্দা সহ জেলেদের। জেলেরা প্রথমটায় বন দফতরকে ফোন করলেও ফোন না তোলায় এক সময় জেলেরা বরানগর থানায় খবর দিলে সেখান থেকে পুলিশ এসে কচ্ছপটি আটক করে থানায় নিয়ে যান। বনদফতরকে পরে ফোন করে তাদের হাতে তুলে দেন কচ্ছপটিকে।

ভেড়িতে কুমির

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাতলা রেঞ্জের বন দফতরের কর্মীরা জাল নিয়ে লড়াই করে জালে বন্দি করল আড়াই বছরের একটি কুমিরকে । ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা বাসন্তী থানার ভরতগড় গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ভরতগড় গ্রামে বাসিন্দা আবদুল রহমান মোল্লার একটি মাছের ভেড়ি আছে হোগলা নদীর ধারে। এদিন আবদুল রহমান মোল্লা সকালে মাছের ভেড়ি দেখভাল করতে গেলে দেখে একটি কুমির মাছের ভেড়িতে। তিনি দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে থাকেন। চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে গ্রামের মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ভিড় জমে যায় মাছের ভেড়িতে। গ্রামবাসীরা খবর দেয় বনদফতরের মাতলা রেঞ্জে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাতলা রেঞ্জের বনদফতরের কর্মীরা। বন দফতরের কর্মীরা বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে চিরুনি তল্লাশি চালায়। কিছুক্ষণ পর কুমিরটিকে দেখতে পেয়ে মাছের জালে বন্দি করে সন্ধ্যার দিকে নিয়ে যায় ঝড়খালি অ্যানিম্যাল পার্কে। বনদফতরের অফিসার নীলরতন গুহ বলেন, উদ্ধার হওয়া কুমিরটির চিকিৎসা চলছে। তবে কুমিরটি এখন সুস্থ আছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মহানগরে

জল কমছে, বছরভর দুর্ভোগের আশঙ্কা

বরুণ মন্ডল : তাপের চেয়েও আর্দ্র অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরমে ঘেমে নেয়ে নাকাল মহানগরবাসী। স্নানে তাই স্বস্তি খুঁজতে গিয়েই জলের চাহিদা হঠাৎ করে শীতের তুলনায় দ্বিগুণের উর্দ্ধে উঠতে শুরু করেছে। আবার উল্টো দিকে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো হুগলি নদীতে জোয়ারের জলতলের উচ্চতা কমতে থাকায় গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পের 'র' ওয়াটার উত্তোলনের পরিমাণ কমতে শুরু করায় শহরের পরিশ্রুত জল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আর এ কারণে পুর কর্তৃপক্ষ স্বীকার করুক বা না করুক একরকম বাধ্য হয়েই যাদবপুরের ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দপল্লি নবনগরে তিনটি আর টালিগঞ্জের ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডের নানুবাবুর বাজারের কাছে এমনএন সেন লেনে একটি, সর্বমোট চারটি কমবেশি দেড় হাজার ফুটের গভীর নলকূপ ফের চালু করে দিতে বাধ্য হয়েছে পুর সূত্রে স্বীকার করা হয়েছে। আবার স্থানীয় সূত্রে খবর, যাদবপুর–টালিগঞ্জ বরো এলাকায় আরও কয়েকটি বছরখানেক পূর্বে বন্ধ করা গভীর নলকূপ পুনরায় খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে শাসক দলের পুরপ্রতিনিধি ও বরো অধ্যক্ষদের বারংবার আবেদনে। এদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ' থেকে বেশ কয়েকবছর পূর্বে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে যাদবপুর–টালিগঞ্জ এলাকার ভূগর্ভস্থ জলে লোহা ও বিষাক্ত আর্সেনিকের পরিমাণ সহনমাত্রার তুলনায় অনেকটাই বেশি। অন্যদিকে যাদবপুরের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুরপ্রতিনিধি রিঙ্কু নস্কর শেষ বাজেট পর্যালোচনা অধিবেশনে গত ২১ মার্চ জানান, যাদবপুর এলাকায় সবরবাহ করা জয় হিন্দ জলপ্রকল্পের জলের স্বাদ কিছুটা অন্যরকম। ইন্দিরা গান্ধি জলপ্রকল্প (পলতা জলপ্রকল্প) বা গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের জলের মতো মিষ্টি স্বাদের ও পরিশ্রুত নয়। পুর জল দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য, কলকাতার বেশ কিছু জায়গার মতো টালিগঞ্জ ও যাদবপুরের একাংশে ভূগর্ভ থেকে তোলা গভীর নলকূপের জলের সঙ্গে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের পরিশ্রুত মিষ্টি জল একত্র করে আপাতত সরবরাহ করা

হচ্ছে। গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের জল উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ চলছে। সেটা সম্পূর্ণ হলেই পুরোটাই গার্ডেনরিচের জল সরবরাহ করা হবে।

এদিকে পুরসংস্থা ভূগর্ভস্থ পানীয় জল তুলে জলের গাড়ি করে দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় সরবরাহ করে থাকে। পুর জল সরবরাহ দফতর সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে এরকম একটি গভীর নলকূপ রয়েছে। কিন্তু সেখানে পানীয় জল তুলতে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করানো নিয়ে সমস্যা হওয়ায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের অনুরূপ একটি গভীর নলকূপ গল্ফগ্রিনে তৈরি করা হয়েছে মার্চ মাসের প্রথম পক্ষে।

এদিকে ২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষের বাজেট পর্যালোচনার জবাবি বক্তৃতায় মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, বর্তমানে পুরসংস্থার আওতাভুক্ত অধিকাংশ এলাকায় পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। কলকাতার সর্ববৃহৎ জলশোধনাগার পলতা জলপ্রকল্প থেকে উৎপাদিত দৈনিক ২৬০ মিলিয়ন গ্যালন জল বিভিন্ন 'বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে শহরের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের পুরবাসীরা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এডিবি–র অর্থ সাহায্যে ও 'কলকাতা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামে'র (কেইআইআইপি) তত্ত্বাবধানে 'ইন্দিরা গান্ধি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানে'র মধ্যে আরও একটি ২০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষমতাসম্পন্ন গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প থেকে পরিশোধিত জয় পায়। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ও তৎসংলগ্ন এলাকায় জল সরবরাহের জন্য জয় হিন্দ জলপ্রকল্পে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জল পরিশোধনাগার কাজ করছে। এছাড়াও মধ্য কলকাতার জোড়াবাগানে এবং দক্ষিণ খিদিরপুর হেস্টিংসের ওয়াটগঞ্জে দুটি ছোট জল পরিশোধনাগার রয়েছে। মহানাগরিক আরও বলেন, ভূপৃষ্টের পরিশ্রুত পানীয় জলের পর্যপ্ত উৎস না থাকায় ভূগর্ভের জল এখনও মহানগরের যে কয়েকটি পকেটে সরবরাহ করা হয় তা বন্ধ করার জন্য ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের হরিশ পার্ক বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের মতো ছয় বা সাত লক্ষ লিটার জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিপিএস নির্মাণের কথা ভাবা হয়েছে। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের চাউলপট্টি, ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের লায়েলকা, ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি নগর, আনোয়ার শাহ রোড, এসএন রায় রোডে এই ধরনের ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণের কাজ চলছে। পাটুলি ও মুকুন্দপুর এলাকায় যে 'হেডওয়ার্ক' জলাধার রয়েছে রাজ্য সরকারের অনুদানের অর্থে সেগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। বাঁশদ্রোণী, জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা আরও ১.২ মিলিয়ন গ্যালন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পুরসংস্থা নিয়েছে। ২০১০ সালে নির্মিত বেহালা শকুন্তলা পার্কে ৩.০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন 'রিজার্ভার কাম বুস্টার পাম্পিং স্টেশন' নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, তার কাজ গত ছ'মাস যাবৎ জোর কদমে চলছে। এর ফলে বরো ১৪–র ১২৭(সম্পূর্ণ) ও ১২৮(আংশিক) নম্বর ওয়ার্ডে ভূপৃষ্টস্থ পরিশ্রুত জলের সমস্যা মিটবে। প্রসঙ্গত, শহরে জল সরবরাহ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে পুর কর্তৃপক্ষ এই বিভাগে ২০১৭–১৮ অর্থবর্ষে ৩৭৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। এদিকে বরো একের ১ থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে 'ওয়াটার লস ম্যানেজমেন্ট' নামে একটি কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে চলছে। এই কর্মসূচি থেকে ওই ছয় ওয়ার্ডে দৈনিক টালার মিষ্টি সুস্বাদু পরিশ্রুত জল অপচয় পরিমাণ অনুমান করা হবে। কলকাতায় ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ অব্যাহত করার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি অনেকটা সহায়তা করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সু–স্বাগতম

৬ই এপ্রিল বারাসাতে
যুবরাজ আসছে ব'লে
কাছারি ময়দান ভরে উঠেছে
রঙিন ফুলে ফুলে।
লাখো লাখো মানুষ মাঠ ভরাবে
শুরু হবে নতুন অধ্যায়
ছাত্র–যুব রব তুলেছে
স্বাগতম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচারে : কৌশিক মজুমদার
(তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী)

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ১ এপ্রিল – ৭ এপ্রিল, ২০১৭

সংসদে আধার বাধ্যতামূলক হোক

আধার নিয়ে আঁধার দশা ভারতীয় নাগরিকদের জীবনে আশুক কাটার কোনও ইঙ্গিত এখনও মেলেনি। বাংলার প্রতিটি ঘরে প্রতি নাগরিকের আধার কার্ড এখনও পৌঁছোয়নি। অন্য রাজ্যগুলিও একশো শতাংশ আধারের দাবিদার হতে পারেনি। বায়োমেট্রিক এই পদ্ধতিতে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা বিশাল তথ্য ভান্ডারে জমা হয়ে চলেছে। আধারের যেসব তথ্য একান্তই হওয়া উচিত ছিল সরকারের সম্পত্তি তা আজ অসরকারি ও বহুজাতিক সংস্থার করায়ত্ব হয়ে উঠছে অতি সহজেই। জিও মোবাইল থেকে আধার নির্ভর উপস্থিতির রেকর্ড করার প্রবণতার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নাগরিকদের শারীরিক তত্ত্ব তালাশের যাবতীয় গোপন হদিশের তথ্য। কম্পিউটার নির্ভর বায়োমেট্রিক আধার তথ্য দেশের উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতির বার্তা প্রশাসন প্রচার করলেও বাস্তবে আধার আজও সবার জন্য হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে অবজ্ঞা করা যায় না। মিড ডে মিলের খাদ্য থেকে ছাত্রদের উপস্থিতি অন্যদিকে জেলবন্দি থেকে তাদের সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আধারের শাসন চালু হওয়ার তোড়জোড় চলছে।

যদিও এক্ষেত্রে আইনি লড়াই অব্যাহত রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় দেশের জনপ্রতিনিধিদের হাজিরার ক্ষেত্রে কিংবা তাঁদের নানা কাজকর্মের সঙ্গে আধারের সম্পর্ক প্রায় শূন্য। বিধানসভা কিংবা লোকসভায় হাজিরার ক্ষেত্রে আধারকেন্দ্রিক ব্যবস্থা কেন চালু হবে না এ প্রশ্ন নেহাত অবান্তর নয়। কারণ জনগণের আশাআকাঙ্খার পাশাপাশি তাদের করের অর্থে বিধানসভা থেকে রাজ্যসভা, লোকসভা থেকে পৌরসভা সর্বত্রই ব্যয়বহুল আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। রাজ্যসভার জনপ্রতিনিধিরা অনেকেই ‘সেলিব্রিটি’। খেলোয়াড় থেকে গায়ক, নায়ক তারা বহুদিন রাজ্যসভায় অনুপস্থিত থেকে সংবাদ শিরোনামে এসেছেন। সময় এসেছে রাষ্ট্র শক্ত হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, সাংসদ, বিধায়কদের ক্ষেত্রে আধার অতি সত্বর আবশ্যিক করুক। তারপর বিভিন্ন রাজ্যের মিড ডে মিল থেকে সাধারণ নাগরিকদের প্রাপ্য পরিষেবায় আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হোক।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

আমরা জগতে যতপ্রকার কার্য দেখিতে পাই, মনুষ্য–সমাজে যতপ্রকার আলোড়ন হইতেছে, আমাদের চতুর্দিকে যেসকল কার্য হইতেছে, সবই চিন্তার প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। ছোট বড় যন্ত্র, নগর, জাহাজ, রণতরী–সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাশমাত্র। এই ইচ্ছা চরিত্র হইতে উদ্ভূত, চরিত্র আবার কর্ম দ্বারা নির্মিত। ইচ্ছার প্রকাশ কর্মের অনুরূপ। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যেসকল মানব জগতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রচন্ড কর্মী ছিলেন। তাঁহাদের এত ইচ্ছাশক্তি ছিল যে, তাঁহারা জগৎকে ওলট–পালট করিয়া দিতে পারিতেন। ওই শক্তি তাঁহারা যুগযুগব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্ম দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বা যীশুর মতো প্রবল ইচ্ছাশক্তি একজন্মে লাভ করা যায় না, আর উহাকে পুরুষানুক্রমিক শক্তিসঞ্চারও (hereditary transmission) বলা যায় না, কারণ

আমরা জানি তাঁহাদের পিতারা কিরূপ ছিলেন। তাঁহারা যে জগতের হিতের জন্য কখনো কিছু বলিয়াছেন, তাহা জানা নাই। যোসেফের ন্যায় লক্ষ লক্ষ সূত্রধর জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছে,লক্ষ লক্ষ এখনো জীবিত আছে। বুদ্ধের পিতার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র রাজা জগতে ছিলেন। যদি ইহা কেবল পুরুষানুক্রমিস শক্তি সঞ্চারের উদাহরণ হয়, তবে এই ক্ষুদ্র সামান্য রাজা যাঁহাকে হয়তো তাঁহার ভৃত্যেরা পর্যন্ত মানিত না, তিনি কিরূপে এমন এক সন্তানের জনক হইলেন, যাঁহাকে জগতের অনেক লোক উপাসনা করিতেছে? সূত্রধর ও তাহার সন্তান যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে–এ দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাই বা কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে? বংশানুক্রমিক মতবাদ দ্বারা উহার ব্যাখ্যা হয় না। বুদ্ধ ও যীশু জগতে যে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা কোথা হইতে আসিল? এই শক্তিসমষ্টি কোথা হইতে আসিল? অবশ্য উহা যুগ যুগান্তর হইতে ওই স্থানেই ছিল এবং ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল। অবশেষে উহা বুদ্ধ বা যীশু নামে প্রবল শক্রি আকারে সমাজে আবির্ভূত হইল। এখনো ওই শক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

এই সবই কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপার্জন না করিলে কেহ কিছু পাইতে পারে না। ইহাই সনাতন নিয়ম। আমরা কখনো কখনো মনে করিতে পারি, ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে পূর্বোক্ত নিয়মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইতে হয়। কোন ব্যক্তি সারা জীবন ধনী হইবার চেষ্টা করিতে পারে, এজন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ঠকাইতে পারে।

ফেসবুক বার্তা

যাঁদের ছাড়া বাংলা সিনেমার বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে না তাঁদেরই এক কোলাজ চিত্র ধরা পড়েছে ফেসবুকের অলিন্দে।

উত্তরপ্রদেশে তখতে যোগী, বঙ্গে নারাজ কবি

নির্মল গোস্বামী

উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে বিজেপি–র বিপুল জয় অনেক রাজনৈতিক দল যেমন মেনে নিতে পারছে না, তেমনি ভারতের কিছু স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীও বেশ আতান্তরে পড়ে গিয়েছেন। তাঁদের ভাবখানা এই রকম যে আমাদের এতো দিনের সযত্ন লালিত পরিশ্রম সব মাঠে মারা গেল। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের এতো লড়াই মানুষ গ্রহণ করল না। বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদি কী এমন সম্মোহনী যাদু করল যে মানুষগুলো সব মত্ত ভ্রমরের মতো পদ্মের উপর আছড়ে পড়ল। তবে তাদের সান্ত্বনা এই যে মানুষ সাময়িক ভুল করতে পারে— তা বলে আমাদের লড়াই তো আর বন্ধ হতে পারে না। মুখ ও কলম দুটোই চলবে। কবি শ্রীজাত তাদেরই অগ্রণী প্রতিনিধি হয়ে কবিতা লিখলেন, ফেসবুকে তা ছড়িয়ে পড়ল। কারও ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত লাগল। সে সাইবার ক্রাইম আইনে এফআইআর করল। শ্রীজাত’র স্বধর্মীয়রা সব গেল গেল রবে গগন ভেদী চিৎকার শুরু করে দিল। কী না দেশে অসহিষ্ণুতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতাশালী হয়েছে আর রেহাই নেই কারোর।

দেশের কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সঙ্গীতশিল্পী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যত সজাগ–সচেতন হবেন ততই আমাদের মঙ্গল। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন শিল্পী সত্তাকে অভ্যর্থনা করতেই হয়। কারণ তাঁদের শিল্পকর্মই আমাদের ন্যায় অন্যায় চিনতে সাহায্য করে এবং মন্দের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েও দু একটি প্রশ্ন অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে না করলে বোধহয় আমিও ওই নির্জীবদের দলে পড়ে যাব। যাই হোক মূল প্রশ্নটা হল এই যে যারা বলছেন ওরা অসহিষ্ণু তারা কতটা সহিষ্ণু?

একটা দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ৩৫০–এর বেশি আসন নিয়ে ভারতের শাসন ক্ষমতায় আসীন। সেই দলই আবার উত্তর প্রদেশের সরকার গঠনের জন্য বিপুল সমর্থন পেয়েছে গণতন্ত্রের নিয়ম মোতাবেক। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের নেতা নির্বাচন করেছে যোগী আদিত্য নাথকে। এর মধ্যে অগণতন্ত্রের বা মৌলবাদের অনৈতিক হাতের ছোঁয়া কোথায়? আমাদের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে একটা দল ক্ষমতায় এসেছে। জনগণ অত্যন্ত ভাবনা চিন্তা করেই তাদের মতামত দিয়েছে— তাই জনমতও গণতন্ত্রের জয়কে যারা হাসি মুখে মানতে পারে না তাদের মুখে অসহিষ্ণুতার কথা বড্ড বেমানান নয় কি? জনগণ ভেবে দেখবেন।

প্রকৃত উদারমনা তারা যারা জয়কে হাসিমুখে মেনে সরকারের কাজকে সমালোচনা করে। সরকার সবে গঠন হয়েছে। তার আগেই যারা সেই সরকার বা তার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে সমালোচনা করে বা কবিতা লেখে তারাই হল গণতন্ত্র বিরোধী, দেশ বিরোধী, অসহিষ্ণু ও এক ধরনের নব্য উগ্রপন্থার উদ্‌গাতা।

আমাদের এমন আইন নেই যে কেউ বা কোনও দল নির্বাচনের আগে যা বলে সরকারে এলে তাই করতে হবে, তা না হলে তার পদ চলে যাবে। ফলে যারা যা ইচ্ছা তাই প্রতিশ্রুতি দেয়। জনতাকে দলে টানার জন্য কত না ছল চাতুরি। এটাই আমাদের গণতন্ত্রের অঙ্গ। তাই নির্বাচনের আগে কোনও নেতা কী বলেছিল তার জন্য তার মসনদে বসা উচিত নয়। কবিদের আয়েসী মস্তিষ্কে এই সব উদ্ভট চিন্তা আসতেই পারে। কিন্তু যারা দেশ চালায় তারা এই সব ভাবে না। গণতন্ত্রের জয়কে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়। উত্তর প্রদেশে প্রকৃত পক্ষে হেরেছেন অখিলেশ যাদব। আর দেখুন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাপ–বেটা মিলে কেমন হাসি মুখে মৌলবাদী শক্তির সর্বাধিনায়কের সঙ্গে বারবার করমর্দন করছে। মুলায়ম আবার মোদিজির কানে কানে কি যেন বললেন। অথচ মুলায়মের দলকে ভোট দেওয়ার জন্য একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারা অনেক সময় ফতোয়া দিয়েছেন।

কবিতা দিয়ে অনেকের পেট চললেও কবিতা দিয়ে দেশ চলে না। যোগী আদিত্যনাথ সাতবারের বিজয়ী এম পি। কবি বোধহয় কোনও দিন পুরসভা বা পঞ্চায়েতেও দাঁড়ান নি। হয় তো ওই ক্ষেত্রটা পছন্দ করেন না। কিংবা ওই ক্ষেত্রটাকে নোংরা মনে করেন বা ওই ক্ষেত্রে নিজেকে বেমানান ভাবেন। তাহলে ওই ক্ষেত্রে কে এলো কে গেল সে বিষয়ে উদাসীন থাকাটাই সমীচীন নয় কি? ক্ষমতা দখলের খেলা কেমন ভাবে খেলতে হয় তা তারাই ভালো বোঝেন।

কে মুসলিম তোষণ করল, কে উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচার করল, কে ক্ষমতায় এসে সরকারি পয়সায় ইমামদের ভাতা দিল, কে সরকারি পয়সায় ক্লাব অনুদানের নামে ভোট কেনার স্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিল। কে দুর্নীতির তদন্ত যাতে না হয় তার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে তদন্ত আটকাতে ছুটল এসব বিষয়কে এড়িয়েই কবিতা লেখা বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে সরকারি পুরস্কার বা খেতাবও জুটতে পারে। যেমন অনেকেই ইতিমধ্যে বঙ্গশ্রী, বঙ্গবিভূষণ হয়ে গিয়েছেন। দেশের মানুষ মার্কসবাদের নামে সংগঠিত হতে পারে। মাওবাদের নামে সংগঠিত হতে পারে, ইসলামের নামে সংগঠিত হতে পারে, খ্রিষ্টের নামে সংগঠিত হতে পারে, আর হিন্দুত্বের নামে সংগঠিত হলেই গেল গেল রব কেন? এটা কোন ধরনের গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয়? নিজের মতের সঙ্গে মেলে না এমন লোক জয়ী হলে যাদের বিবেক রক্তাত্ব হয় তাদের প্রাচীন বৈশালীর কথা স্মরণ করতে বলব। প্রাচীন বৈশালী নগরী পরিচালিত হত গণ–পরিষদের দ্বারা। যে গণ–পরিষদের সভায় আম্রপালীকে স্ত্রী রত্ন ঘোষণা করে ‘নগরনটী’ করা হয় সেই গণ–পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন আম্রপালীর পিতা স্বয়ং। তিনিও স্ত্রীরত্ন বিচারে শিলমোহর দিয়ে ছিলেন। একেই বলে গণতান্ত্রিক মানসিকতা।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ক্ষমতায় বসাতে চায় তবে কবিদের আপত্তির কোনও মূল্য থাকবে কি? ১৯৯৬ সালে সংসদে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে আজ যারা বিজেপিকে বিনা কারণে সাম্প্রদায়িক বলে অচ্ছুৎ করতে চাইছে একদিন মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিজেপিকেই প্রতিষ্ঠা করবে। সেই কথা আজ সত্যি হল। এরপরও যদি কিছু মানুষ ও দল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতামতকে উপেক্ষা করে চলতে চায় তবে তারা মুছে যাবে।

বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রশ্ন আজ পর্যন্ত উগ্র হিন্দুত্ববাদের কারণে পৃথিবীর কটা দেশে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছে? কটা দেশ দখল করার জন্য হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা আধুনিক অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে? কৃষ্ণের নামে, রামের নামে বা মহাদেবের নামে কটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরীহ নর–নারী শিশুদের হত্যা করেছে। কটা সাংবাদিকের গলা কেটে তার ছবি পোস্ট করে ঈশ্বরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উল্লসিত হয়েছে? পক্ষান্তরে ইসলামের নামে যে উগ্র মৌলবাদের জন্ম তাদের কার্যকলাপে আজ সারা বিশ্ব সন্ত্রস্ত। ভারতও তার বাইরে নয়। কোনও মৌলবাদের জন্য কাশ্মীরের পন্ডিত বা আজ বাপ ঠাকুরদার ভিটে মাটি ছেড়ে জম্মুর ক্যাম্পে ২০–২৫ বছর ধরে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে? ভারতবাসী হয়ে ভারতের একটা রাজ্য থেকে তারা বিতাড়িত, ভারত সরকার, ভারতের সংবিধান, ভারতের আইন সব ফেল কাদের কাছে? সেটা কি ইসলামিক উদারতার জন্য? তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের সহিষ্ণুতা দিয়ে কি তাদের নিজ ভূমে আবার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? আইএস সহ অন্যান্য জঙ্গিদের সহজ লক্ষ্য হল ভারত। পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে অন্যতম। কারণ এখানে সহিষ্ণু আর উদারপন্থীদের রাজত্ব দীর্ঘদিনের। তাই মালদা, মুর্শিদাবাদের অনেক জায়গায় হিন্দুরা শাঁখ বাজাতে পারে না। মহিলা ফুটবল ম্যাচ বন্ধ করে দিতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে খাগড়াগড়ে জঙ্গি তৈরির কারখানা চালাতে পারে। এখানে সরকারি স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দিতে পারে— নবী দিবস পালন করতে হবে বলে স্কুলে চাপ সৃষ্টি করতে সাহস পায়।

নন্দীগ্রামের স্কুলের দরজা কেন পশ্চিমমুখো? এই প্রশ্ন তুলে বাথরুম ভেঙে উত্তর দিকে মুখ করতে হয়। প্রধান শিক্ষক মারধর পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়। সরকার, আইন, পুলিশ কেউই বাধা দিতে পারেনি। কালিয়াচকে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে থানা জ্বালিয়ে দিতে পারে। প্রশাসন নীরব দর্শক। ধূলাগড়ে, ক্যানিং–এ বিনা প্ররোচনায় হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে সাহস পায়। কারণ আমরা সহিষ্ণু। কয়েক বছর আগে মনমোহনের জমানায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ডি এম–দের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছিল যে সংখ্যালঘুদের নামে এফআইআর হলেই যেন তাদের ধরা না হয়। তদন্ত অনেক ভেবে চিন্তে করতে হবে। এই যে সরকারি স্তরে তোষণ একে সহিষ্ণুতার মোড়কে আর চালানো যাবে না। জনগণও তা বুঝেছে তাই তারা রায় দিয়েছে। এবং ভারতের সংখ্যালঘুরাও বুঝেছেন যে তারা আর পার্টির ভোট ব্যাঙ্ক হয়ে থাকতে চায় না। শিক্ষা, উন্নয়নে সারা দেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমতালে এগিয়ে চলতে চায়। তাই উত্তরপ্রদেশে তারাও বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। আর এইখানেই তোষণকারী দল ও বুদ্ধিজীবীরা সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। কবিদের মনে রাখা উচিত যে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল শাসকের আমলে ‘তসলিমা’ বিতাড়ন হয়েছিল। তখন কিন্তু তসলিমাকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছিল বিজেপি শাসিত রাজ্য রাজস্থান। তার প্রতিবাদের বাংলার কবিরা কটা কবিতা ছেপে ছিল?

সহিষ্ণুতা ভালো তবে তা যেন দুর্বলতা ঢাকার পন্থা না হয়ে ওঠে। অন্যায়ের প্রতিবাদ বা অসাম্যের প্রতিবাদ মানেই অসহিষ্ণুতা নয়। কারণ অন্যায় সহ্য করাটাও যে অন্যায়কারীর সমান অপরাধ তা আমাদের ঋষি কবি বলে গিয়েছেন। কবির লেখার যদি স্বাধীনতা থাকে তবে পাঠকের প্রতিবাদের স্বাধীনতাটাও থাকা উচিত।

আদর্শ ডাক্তার তৈরি করাই লক্ষ্য মে ডি ভিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৪ সালে জাতীয় স্তরে মে ডি ভিশনের জন্ম। ডাক্তারি পড়া ছাত্র, জুনিয়র ডাক্তার এবং সিনিয়র ডাক্তারদের নিয়ে। এর লক্ষ্য ডাক্তারি শিক্ষাকে উন্নত থেকে উন্নততর করার জন্য এবং দুর্নীতিকে উৎখাত করার জন্য। যাতে আমাদের দেশের ডাক্তারি ছাত্ররা নিজেদের সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারেন।

মেডিভিশন ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরের কনফারেন্স এবং কর্মশালা আয়োজন করেছেন ডাক্তারি ছাত্র এবং ডাক্তারদের জন্য বিনামূল্যে। যে কোনও জাতীয়তাবাদী ডাক্তার বা ডাক্তারী ছাত্ররা এতে যোগ দিতে পারেন। সেজন্য ডাক্তার গৌরাঙ্গ সাহা সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বিনামূল্যে ৯৮৩৬৫৭৭১৯৭ এই নম্বরে। ২০১৭ সালের মেডিভিশনের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার রোটারি সদনে। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা। প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে তাড়াতাড়ি বুকের ব্যথা কমানো যায়। এই নিয়ে বক্তব্য রাখেন আর জি কর মেডিকেল কলেজের এমডি ডাঃ শিলাঞ্জন রায়। এছাড়াও ব্যাটেল অ্যাট মলিকিউলার লেভেল–এর ওপর বক্তব্য রাখেন এআইআইএমএস রায়পুরের এমডি ডাঃ অনির্বাণ গাঙ্গুলি। ক্যানসার নিয়ে বক্তব্য রাখেন ক্রিশ্চান মেডিকেল কলেজ ভেলোরের প্রফেসর ডাঃ সৈকত দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এসএস আলুওয়ালিয়া।

এছাড়াও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জাতীয় স্তরের মুখপাত্র ডাঃ সম্বিৎ পাত্র, আইআইইএসটি শিবপুরের ডিরেক্টর পদ্মশ্রী প্রফেসর ডাঃ অজয় কুমার রায়, জলপাইগুড়ি নিবাসী ‘অ্যাম্বুলেন্স দাদা’ পদ্মশ্রী করিমুল হক, সমাজকর্মী ডাঃ কাঞ্চন গবা, মেডিভিশনের জাতীয় স্তরের সহআহ্বায়ক ডাঃ রাহুল তিওয়ারী এবং সিনিয়র স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুভাষ সরকার, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেডিভিশনের সহ আয়োজক এবিভিপি–র (বিজেপির ছাত্র সংগঠন) সহ সম্পাদক গোপাল শর্মা। তিনি অনুষ্ঠানের প্রথমেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গ হল স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষ চন্দ্র বসুর ও বিভিন্ন বিপ্লবীদের জন্মস্থান। এঁনারা দেশের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছেন। তিনি ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলেন শুরু রাজনীতি নয় মানুষের সেবাকে লক্ষ্য করে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। অজয় কুমার রায় তিনিও এই সূত্র ধরে বলেন ডাক্তারি জগতের ভারতে যাঁরা দিকপাল রয়েছেন তাঁদেরকে যেন নতুন প্রজন্ম ভুলে না যান। তাঁদের অবদানকে পাথেয় করে তাদের চলতে হবে। ভারতের ডাক্তাররা এখনও অন্য দেশের বই পড়েই ডাক্তার হচ্ছেন। তাই জন্য তিনি ডাক্তারদের আহ্বান করেন যেন বিভিন্ন চিকিৎসার ফল বা নতুন নতুন চিকিৎসার পদ্ধতি যেন তাঁরা ডেটা বেস করে রাখে। যাতে পরবর্তী কালে আমাদের চিকিৎসার বই দিয়েই ডাক্তার তৈরি হয়।তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ররা যেন হাতে হাত মিলিয়ে চিকিৎসার পদ্ধতিকে যেন আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ডাক্তারদের ধারণায় যেন ইঞ্জিনিয়ররা ডাক্তারদের উন্নতমানের যন্ত্রপাতি উপহার দিতে পারেন। ডাক্তার রাহুল তিওয়ারি বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণের প্রথম দুটি পংক্তি ভাঙা বাংলায় ছুঁড়ে দেন ডাক্তারদের দিকে। তিনি বলেন, গীতার সব যোগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বদলানোর সুর, তিনি ডাক্তার এবং হবু ডাক্তারদের সেইটাকেই মাথায় রেখে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে বলেন। করিমুল হক জলপাইগুড়িতে প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার বাইকে করিয়েই রোগীকে পৌঁছে দেন হাসপাতালে।

সেমিনারের মঞ্চে মে ডি ভিশনের সুভিনিয়র উদ্বোধন করছেন মন্ত্রী এসএস আলুওয়ালিয়া সহ অন্যান্য অতিথিরা। –ছবি : উৎপলকুমার রায়

করিমুলকে সর্বস্তরের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এদিনের উপস্থিত অতিথিরা। মন্ত্রী আলুওয়ালিয়া প্রথমেই ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘ ডাক্তারদের কোনও জাত হয় না। তাঁদের প্রথম লক্ষ্যই হল মানুষের সেবা। ’

তিনি আরও বলেন, ‘এর সাথে সাথে ডাক্তারদের ব্যবহারও চিকিৎসার অন্যতম প্রয়োজনীয় ওষুধ। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে।’ প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য গ্রিন করিডোর অর্থাৎ যে রাস্তা দিয়ে অঙ্গপ্রতিস্থাপন করবার জন্য রোগীর পরিবার অঙ্গ নিয়ে যাবেন সেই রাস্তা পুলিশের সাহায্যে ফাঁকা রাখা হবে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অঙ্গপ্রতিস্থাপন করা যায়। এস এস আলুওয়ালিয়া প্রতিশ্রুতি দেন ট্রেন ও এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের, যাতে ট্রেনে ও প্লেনে অ্যাম্বুলেন্সের সব সুবিধা থাকবে। এদিন সমগ্র বিষয়টি পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গের মেডিভিশনের আহ্বায়ক ডাঃ ইন্দ্রনীল খান।

স্বাস্থ্যের

পরিবার পরিকল্পনায় এগিয়ে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন : পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। একটি দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পরিবার পরিকল্পনার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেশের বেশির ভাগ মানুষই এখন একটি সন্তানের পর বড়জোর আর একটি সন্তানের কথা ভাবেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য, বিশেষ করে বিহার–উত্তরপ্রদেশ–ঝাড়খন্ড সহ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ সে সম্পর্কে সচেদন নন। তাঁরা দুটি সন্তানেই সন্তুষ্ট হন না। যার ফলে ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেকথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক ও অস্থায়ী পদ্ধতির উল্লেখ করে দিয়েছে। পরিবার পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে এবং জনসংখ্যা রোধ করতে মহিলা–পুরুষ উভয়কেই সচেতন হতে হবে। বুধবার পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি সচেতনমূলক ক্যাম্পেনের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নয়াদিল্লির পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার ডাঃ নীতিন বাজপেয়ী, চাইল্ড ইন নিউ ইনস্টিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর রঞ্জনকান্তি পান্ডা এবং দেবাশিস সান্তিকারি–সহ অন্যান্যরা।

এদিন পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার ড. নীতিন বাজপেয়ী বলেন, ‘পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সচেতনতা অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কোনও কোনও বিষয় পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কীভাবে সন্তানসংখ্যা একটি বা দুটিতেই সীমাবদ্ধ রাখা যায়, সেই বিষয়ে পদক্ষেপগুলো জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। রাজ্য সরকারকেও এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এমনকী, প্রত্যন্ত এলাকায় এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।’ পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ‘বিভিন্ন কারণে ছয়ভাগের একভাগ অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করেন। অধিকাংশই কন্ডোম ব্যবহার করেন না। বিশেষ করে জনসংখ্যা বা এইচআইভি’র মতো রোগ নিয়ে যারা সচেতন নন। ৬০ শতাংশ মহিলা গর্ভনিরোধক বড়ি

খান না। কিন্তু নতুন ইঞ্জেকশন পদ্ধতিতে গর্ভধারণ তিন মাসের জন্য বন্ধ রাখা যায়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সেন্টক্রোমান, ইঞ্জেক্টেবল কন্ট্রাসেপটিভস ও প্রোজেস্টিন অনলি পিলস এই নতুন তিনটি পদ্ধতির পাশপাশি ডায়াফ্রাম, ফিমেল কন্ডোম, ইমপ্ল্যান্টস ইত্যাদি পদ্ধতিও রয়েছে।’

এদিকে রঞ্জনকান্তি পান্ডা মন্তব্য করেন, ‘জাতীয় স্তরে এই ধরনের উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। জনসংখ্যা রোধ ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখা রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। অধিকাংশ মহিলা–পুরুষ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী একটি বা দুটি সন্তান গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজস্থান–বিহারের মতো রাজ্যে এই সচেতনতা একেবারে নেই। এই সচেতনতা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কিছুটা রাজ্য সরকারেরও রয়েছে।’

প্রতিস্থাপনে এগিয়ে আমরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমরি গ্রুপ অফ হসপিটাল অঙ্কোলজি চিকিৎসায় এগিয়ে চলেছে। এই নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ২৪ মার্চ ২০১৭ প্রেস ক্লাবে। এই বিভাগের নটি বিভিন্ন প্রতিস্থাপন হয়েছে আমরিতে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুদর্শন, ৩৬ বছরের একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র আক্রান্ত হন মাইলয়েড লিউকেমিয়া এবং চারটি কেমো থেরাপি হয় তার। এটি হয় গলব্লাডার সার্জারির একটি ইনফেকশন থেকে। এরপর তাকে অ্যালার্জেনিক প্রতিস্থাপনের জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। অক্টোবরের ২০১৬তে তার এই অপারেশন হয়, তার ভাইয়ের দেহ থেকে কোষ নিয়ে তার দেহে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। এদিন হিমাটোঅঙ্কলজি এবং বিএমটি–র ডিরেক্টর এবং এইওডি ডাঃ জয়দীপ চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এএমআরআই হসপিটালের সিইও মিস্টার রূপক বড়ুয়া এবং আরও অনেকে।

নির্মল অভিযানে যুবরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার মুরারই শহরকে নির্মলের উদ্দেশ্যে পথে নামল স্থানীয় যুবকরা। উদ্যোক্তা মুরারই সুরক্ষা যুব সংঘ। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েত। ১৮ ও ১৯ মার্চ দুদিন ধরে চলে এই পরিস্কার অভিযান। সংঘের সদস্য তথা মুরারই তৃণমূল যুব কার্যকরী সভাপতি সাবিরুল ইসলাম জানান এই উপলক্ষ্যে আবর্জনা রাখার ড্রাম বিতরণ করা হয়। সহযোগিতা করেন মুরারই ১ নং ব্লকের বিডিও তপন হালদার, সিআই সুদীপ্ত বিশ্বাস ও পঞ্চায়েত প্রধান দুলাল বিন। এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় মানুষজন।

হুমকি দিয়ে অভিযুক্ত ওসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'রক্ষকই ভক্ষক'। এই প্রবাদটাই যেন সত্যি হল। ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার থানার ওসির বিরুদ্ধে। নরসিংহপুর বালিঘাটে অবৈধ বালি তোলার প্রতিবাদ করে স্থানীয় চাতরমা গ্রামের মানুষজন। উত্তেজনা ছড়ালে আসে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। চাতরমা গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ, বালিঘাটের মালিক মদনমোহন মন্ডলের উস্কানিতে ওসি দেবাশিস ঘোষ ঘরের পুরুষদের মিথ্যা রেপ কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এই হুমকি ঘিরে নিন্দার ঝড় ওঠে। ২২ মার্চ বিকালে চাতরমা গ্রামে তদন্তে আসেন ডিএসপি (ডি টি) আনন্দ সরকার, ডিএসপি (হেড কোয়ার্টাস) কাশীনাথ মিস্ত্রি। গ্রামে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন সাত সদস্যের এক আদিবাসী প্রতিনিধি দল। দোষীদের শাস্তি চাইছে চাতরমা গ্রাম।

দীর্ঘদিন বিকল পথবাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন বিকল হয়ে রয়েছে রাস্তার পথবাতিগুলি। এর ফলে সন্ধ্যা নামলে অন্ধকার গ্রাস করছে বীরভূমের চিনপাই গ্রামের স্বাভাবিক জনজীবন। কয়েক বছর আগে ঘটা করে চিনপাই স্টেশন থেকে বিশ্রামতলা হয়ে হোসেনবাজার পর্যন্ত রাস্তায় পথবাতি বসানো হয়। কিন্তু তারপর থেকেই মাঝেমধ্যে পথবাতিগুলি জ্বলে না। স্থানীয় মানুষ জানান, এর কারণ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। শুধু চিনপাই নয় বীরভূম জেলার রাজনগরেও পথবাতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

আসন তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি পুরসভা নির্বাচনের জন্য আসন সংরক্ষণের তালিকা প্রকাশ করল জেলা প্রশাসন। আগামী মে মাসে শেষ হচ্ছে পুরসভার মেয়াদ। ২১ মার্চ দুপুরে নলহাটি –১ ব্লক অফিসে আসন তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এবার ১৫ থেকে আসন বেড়ে ১৬ হচ্ছে। ১০ নং ওয়ার্ড ভেঙে গঠন করা হয়েছে ১১ নং ওয়ার্ড। ১, ৪, ৭,৯,১১,১৬ এই ছয়টি ওয়ার্ড এবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ৯,১৪,১৫ আসন তফসিলি প্রার্থীদের জন্য। যারমধ্যে ১নং ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর তৃণমূলের ইমাম হোসেন নলহাটি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নলহাটি পুরসভা। ২০১২ সালের নির্বাচনে ১৫টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পায় ৮টি আসন।

ম্যানেজমেন্ট কর্মীরা বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ মার্চ ২০১৭–র মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স হলে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতার (আইআইএমসি) প্রায় শতাধিক প্রফেসর লাইব্রেরিয়ান সহ সাধারণ কর্মচারিরা বিজেপিতে যোগ দিলেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি এঁদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন, 'বন্দেমাতরম' এবং 'ভারতমাতা কি জয়' এই জয়ধ্বনির মাধ্যমে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা চন্দ্র কুমার বোস, প্রবীন বিজেপি নেতা সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (জলু), বিজেপি নেতা অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফেসর মোহিত রায় এবং পঙ্কজ রায়। আইআইএমসি–র তরফ থেকে আইআইএমসি–র কমিউনিটির ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক শ্যামলেন্দু দাস সকলকে গোলাপ দিয়ে বরণ করে নেন। এদিন যারা বিজেপিতে যোগ দেন তারা হলেন প্রফেসর রঞ্জন ঘোষ (অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর আইআইএমসি), প্রফেসর বাণী সিনহা, প্রফেসর রমা শেঠ, প্রফেসর বি এন শ্রীবাস্তব সহ আরও শতাধিক। দিলীপ ঘোষ নবাগতদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'এঁনারা নরেন্দ্র মোদিকে সহযোগিতা করবার জন্য বিজেপিতে যোগদান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কর্মযোগী সাধারণ জীবন যাপন করেন কিন্তু অসাধারণ কাজ করেন। তারই বিকাশ যাত্রায় যোগদান করেছেন আইআইএমসির সকলে। এবার সবাই মিলে হাতে হাত ধরে কাজ এগিয়ে নিয়ে চলবেন।' অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আমদুজাস্কর মহান্তি।

প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আদিত্যনাথ যোগী উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে বসার পর সারা দেশের মিডিয়া তাঁর দৈনন্দিন কর্মকান্ড নিজেদের সুবিধামতো প্রচার করে চলেছে। স্কুল, কলেজে, রাস্তাঘাটে মহিলাদের উত্তক্ত করা রোমিওরা এখন তটস্থ। দাগী, সমাজবিরোধীরা আর আগের মতো দাঙ্গার পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারছে না এবং সব সম্প্রদায়ের মানুষরা মোটামুটি এই বঙ্গের রোজকার নানা অশান্তি থেকে এখন ভালই আছে। সকলের নজরকাড়া বুদ্ধিজীবী কবি হিন্দুভাবাবেগে আঘাত দিয়ে এমন কবিতা লিখেছে যে বেশ কয়েকদিন ট্রেনে বাসে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি কবির কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করেছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সময়মত পোস্টটাই মুছে ফেলাতে টি ভি চ্যানেলে বিদ্বজনরা তাদের সমালোচনায় খানিকটা বিরাম দিয়েছে। মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো বামপন্থী আর তৃণমূলদলের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু এখন বিজেপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বামপন্থী আর তৃণমূল বুদ্ধিজীবীরা কবির হয়ে কোন কোন জায়গায় প্রতিবাদের পদযাত্রা সেরে ফেলেছে। শাসক দলের পক্ষ থেকে যতই আঘাত নেমে আসবে ততই মানুষ বিজেপির দিকে ঝুঁকবে। বিজেপি এবং তার সামাজিক সংগঠনগুলি নি:শব্দে কাজ করে চলেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল আগামী ৬ এপ্রিল বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সারা নদিয়া জেলাজুড়ে শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির ব্যাপক প্রস্তুতি। শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা কমিটি ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে জেলায় নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির পতাকা উত্তলন করা হবে।

ঘরে বসে রাজনীতি নয় : কড়া বার্তা দিলীপ ঘোষের

দীপক ঘোষ : সম্প্রতি বিচারপতি পিসি ঘোষ ও বিচারপতি আর এস নরিম্যান যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাবরি মসজিদ ধ্বংসে আডবানি ও মুরলি মোহন যোশীর ভূমিকা নিয়ে মামলা শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বিজেপি এখন কিছুটা হলেও কোনঠাসা উত্তরপ্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্যে বিজেপি ভাল ফল প্রকাশ করায় পশ্চিমবঙ্গে যে পোয়াবারো সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিমুদ্রাকরণের মোহ কেটেছে মানুষের। রাজ্য থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিজেপি–র সংগঠনের কার্যকলাপ লক্ষণীয় ভাবে বাড়ছে তা নজরে পড়ার মতো।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ইউনিট কমবেশি ৫০০ থেকে শুরু হয়ে এখন ১২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। শাসকদলের অতিরিক্ত সংখ্যালঘু তোষণে ক্ষুব্ধ মানুষ। সিপিএম–এর উপর আস্থা না রেখে যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে। সরাসরি বিজেপিতে যোগদানের আগে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। তাতেও বাড়ছে বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক। ১৯৩৬ সালে হেডগেওয়ারের পরামর্শে তৈরি হয়েছিল ''রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি''এই সংগঠনটির অস্তিত্ব বজবজে তেমন করে পাওয়া যেত না। ইদানিং বিভিন্ন জেলার মত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেও নীরবে এগোচ্ছে বিজেপি–র মিত্র সংগঠনগুলি। বজবজ অঞ্চলে একটি শাখাও খুলেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সিপিএম বা বামফ্রন্টের জেগে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ৩৪ বছরের মেদমজ্জা ঝরাতে সিপিএমকে অনেক দূরের পথ হাঁটতে হবে। অতি দ্রুত শূন্যস্থান পূরণ করে নিচ্ছে আরএসএস ও বিজেপি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। কিছু এলাকায় শৃঙ্খলাবদ্ধ কুচকাওয়াজের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দোলযাত্রা উপলক্ষে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস উমেশ দাস দলবল নিয়ে সুন্দর রথযাত্রা করেন জেলার দলীয় সংগঠনগুলিকে চাঙ্গা করতে। বর্তমানে সংগঠনের স্বার্থে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার পশ্চিমভাগে ২১টি মন্ডল কমিটি ভেঙে ৫১টি তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন, কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ''ঘরে বসে রাজনীতি হবে না''। বাইরে বেরোতে হবে। বাইরে রাত কাটাতে হবে। রাজ্য সভাপতির আরও কড়া বার্তা ঘর ছাড়ো, না হয় পার্টি ছাড়ো। অন্যদিকে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস জানান ঢোলা এলাকা থেকে প্রচুর মুসলিম মহিলা বিজেপিতে অংশগ্রহণ করেছে এবং কাকদ্বীপ থেকে ''পঞ্চায়েত পরিবর্তন র‌্যালি'' হতে চলেছে। মূলত দেখা যাচ্ছে বিজেপি সাংগঠনিক ভাবে জেলায় দ্রুত বিরাট ভূমিকা নিয়ে এগোচ্ছে।

আলিপুর বার্তায় বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০৩৩২৪৭৯৮৫৯১

খবরাখবর

মেডিক্যাল ভ্যান দিল স্টেট ব্যাঙ্ক

আর্তদের সেবায়

পুলককুমার বড় পণ্ডা: গত ১৭ মার্চ ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের তমলুক রেলওয়ে স্টেশন শাখায় নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের চিফ জেনারেল ম্যানেজার পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত, জেনারেল ম্যানেজার মনোজ গোয়েল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত বলেন, 'আমি আশা করি এই শাখা অন্যতম সেরা ব্যাঙ্ক হিসেবে আগামী দিনে আত্মপ্রকাশ করবে।' এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের সেরা কাজের অঙ্গ হিসেবে কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের হাতে একটি মেডিক্যাল ভ্যান তুলে দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ মহারাজ ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৩৪০ টি মহিলা সহায়ক গোষ্ঠীর হাতে পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যাঙ্কের রিজিওন্যাল ম্যানেজার অনাথ বন্ধু সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

চিকিৎসা পরিষেবায় সচেতনতা

দিলীপ কুমার দাস : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু–র এনএসএইচএম ক্যাম্পাসে ৫ দিন ধরে হয়ে গেল

চিকিৎসা পরিষেবার মান ও গবেষণার সর্বোপরি স্বাস্থ্য সচেতনার প্রযুক্তিগত উন্নয়নে আলোচনা, বিতর্ক, মতামত বিনিময়ের এক কর্মশালা। এই উপলক্ষে হু'র প্রতিনিধিবর্গ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক গবেষক, বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারি সংস্থার প্রতিনিধি পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এবং বর্তমান অধিকর্তা ডঃ শুভাশিস মাইতি ন্যানো টেকনোলজির উপর আলোপাত করেন।

দ্বিতীয়দিনে হু–র প্রতিনিধি ডঃ সঞ্জয় সূর্য্যাংশী যক্ষা রোগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হু কি ভাবছে, এই রোগ নিরাময় ও নির্মূল করার লক্ষ্যে হু নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জানিয়েছেন, যক্ষারোগের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ রূপরেখা তৈরি করেছে হু। ২০৩৫ সালের মধ্যে হু এই রোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে যক্ষা নিবারণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ফার্মাসিটিক্যাল বিষয় নিয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীগণ সন্দেহভাজন এই রোগ আক্রান্তকারীদের চিহ্নিত করে নিবারণ কেন্দ্র নিয়ে আসবে, তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার আয়োজন করবে বলে তিনি মনে করেন।

রোটারি ক্লাবের দিশারি কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ ও ২৬ মার্চ ডায়মন্ড হারবার রোডের উপর কোন চৌকির ধ্যান আশ্রমে বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠের দশম শ্রেণীর ৪০ জন ছাত্রী চারটি ভাগে ভাগ করে নাচ, গান, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, ক্যুইজ, খেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হল। পতাকা উত্তোলন ও গার্ড অব অনার দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রোটারিয়ান রিমা চক্রবর্তী রোটারি ক্লাব সম্পর্কে ধারণা ও কর্ম পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ সুনীল নাগ পরিবারের মূল্য ও সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পি বি মিত্র। ট্যালেন্ট সার্চ অনুষ্ঠানে বিচারকের ভূমিকায় ছিলেন সভাপতি রোটারিয়ান অসীম সাহা, রাধাশ্রী ব্যানার্জী, সুদীপ্ত চৌধুরী। ২৬ মার্চ সকাল ৬টায় শরীরচর্চা আসন, ধ্যান ছাত্রীদের করানো হয়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রোটারিয়ান অসীম সাহা ধ্যান ও প্রাণায়াম শিক্ষা করান ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক এবং অর্পিতা সাহা, সুকন্যা, সুমন দাস।

বারুইপুর পুরসভার ১৮

সুমনা সাহা দাস : বারুইপুর পুরসভা পায়ে পায়ে কাটিয়ে ফেলল ১৮ বছর। ২৬ মার্চ আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপিত হল বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করেন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভবন সংস্কার করে অত্যাধুনিক পরিষেবা চালু করা হয় বলে পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ডেভেলপারের হাজত বাস

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

সোনারপুরের রাধানগর পল্লীতে এক বৃদ্ধের ২২কাটা জমি নিয়ে তুমুল ঝড় উঠল। বৃদ্ধা মিনতি নাথ বলেন, আমার স্বামী ২০১৫ সালে মারা যান। বড় ছেলে মৃত। ছোট ছেলে মনোজিৎ নাথ। স্বামী অভিজিৎ কুমার নাথ বেঁচে থাকতেই এক ল্যান্ড ডেভেলপারকে ১৪ কাঠা সম্পত্তি বিক্রি করে দেন আমাকে না জানিয়ে। এই সম্পত্তি কেনে সোনারপুরের খুড়িগাছির বাসিন্দা মানস মন্ডল। সুত্রের খবর, ২০১৫ সালের ১৫ জুন মানসবাবু অভিজিৎ বাবুকে ৫৪ লক্ষ টাকা দিয়ে ১৪ কাঠা সম্পত্তি কিনে নেয় বাকি ৮ কাঠা চুক্তি করে। এর মধ্যে ডেভেলপার মানসবাবু একদিন বৃদ্ধার ছোট ছেলে মনোজিৎকে সঙ্গে নিয়ে এসে বলে আপনাকে বাড়ি ছাড়তে হবে, কারণ বাড়ি বিক্রি হয় গেছে।

মিনতি দেবীর অভিযোগ তাকে না জানিয়ে স্বামী ও ছোট ছেলে জাল দলিল তৈরি করে জমি বিক্রি করে। এরপর বাড়ি ছাড়ার ভয়ে এলাকার ১২ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ও আইনজীবী প্রণবেশ মন্ডলের কাছে যান আইনি পরামর্শ দেবার জন্য। কাউন্সিলর মিনতি দেবীর কাছ থেকে ভাগে ভাগে ১৮ হাজার টাকা নেন। মিনতি দেবী বলেন গত বছর ২৯ অগাস্ট ক্রেতা মানস মন্ডল, মিনতি দেবীর ছোট ছেলে মনোজিৎ নাথ ও এলাকার দেবেন মন্ডল, তাপস মন্ডল ও সোনারপুর তৃণমূলের সভাপতি রঞ্জিত রায় বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য আমাকে শাসায়। অবশেষে তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে মালপত্র বার করে দেয় ক্রেতার লোকজনেরা। পুলিশ সুত্রের খবর, এখন আর ওটা মিনতি দেবীর সম্পত্তি নয়। সম্পত্তির মালিক তার স্বামী অভিজিৎবাবু জীবিত অবস্থায় ১৪ কাঠা জমি বেচে দেন। শুধু তাই নয়, মিনতি দেবী রেজিস্ট্রি করা নথিতে স্বাক্ষর করে ১০ লক্ষ টাকার চেক নিয়েছেন। মিনতি দেবীর অভিযোগ সব মিথ্যা।

মিনতি দেবীর বক্তব্য। এরপর এক এনজিও–র মাধ্যমে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে যান। সেখানে সমস্ত কথা শোনার পর ফোন যায় বারুইপুর এসডিপিও অর্ক ব্যানার্জ্জীর কাছে। অর্ক ব্যানার্জ্জীর কাছে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, অর্কবাবু আমার সঙ্গে মায়ের মতো ব্যবহার করেন। অর্কবাবু বলেন, আপনাকে কিছু করতে হবে না আমি করে দিচ্ছি। এরপর মিনতিকে থানা থেকে ডেকে সই করায় অভিযোগের কাগজে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার হয় ল্যান্ড ডেভেলপার মানস মন্ডল ও মিনতির ছেলে মনোজিৎ মন্ডল। মানসবাবুর বক্তব্য, আমি ৫৪ লক্ষ টাকা দিয়ে জমি কিনলাম সব নথি থানাকে দেখিয়েছি উল্টে আমার জেল হল। এদেরকে বারুইপুর আদালতে তোলা হলে আদালত নির্দেশ দেয় পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের।

বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হবে

প্রথম পাতার পর

সমস্যা হল, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি বেশির ভাগ সময় পরিচালিত হয়েছে পাকিস্তানি ধ্যান–ধারণায়। তাই এটি সব মানুষের ছিল না, ছিল একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর। হিন্দুরা সেখানে অবহেলিত থেকেছেন। এবং এখনও তারা উপেক্ষিত। বারবার অভিযোগ সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে জানান ভুক্তভোগীরা। আর যাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ উঠেছে তারা বরাবরের মত নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। প্রতিটি সংখ্যালঘু নির্যাতনে মূল উৎপাটনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছে। বর্তমানে সরকারি দলের কর্মীরা বিভিন্ন ভাবে সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতন করছে তা সম্পূর্ণ মানবতা বিরোধী অপরাধ। আমরা চাই আন্তর্জাতিক ট্রাইব্রুনালের মাধ্যমে এই মানবতা বিরোধী অপরাধীদের যথোপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে। সংখ্যালঘুদের পরিকল্পিত ভাবে বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, বসত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা, অপহরণ, ধর্ষণ, বাড়ি ঘর দখল করা, জোর করে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করা ও ধর্মান্তর করা, অপহরণ, মিথ্যা অজুহাতে চাকরিচ্যুত করা, হত্যা করা, দোকান ভাঙচুর, মন্দির ভাঙচুর, লুঠপাট এই সব অপরাধে জড়িত বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের নেতাকর্মী, মন্ত্রী এমপি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রশাসন সহযোগিতা করছে পুরোদমে। এই সংগঠনের দাবি বর্তমানে সংখ্যালঘু নির্যাতন আগের চেয়ে প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হয়ে উঠতে সময় লাগবে ২০৩০ পর্যন্ত। ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নির্যাতিতরা বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়ছেন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যুগের পর যুগ পার হয়ে যাচ্ছে অথচ আমাদের সমাজে থাকা সংখ্যায় অল্প মানুষগুলি কেন নানা আক্রমণের শিকার হচ্ছে? আমাদের রাষ্ট্র, সংবিধান ও আইন কেনই বা তাদের পাহারা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে? ওই মানুষ গুলির পাশে দাঁড়ানোর কি কেউ নেই? অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে যে মানুষগুলি সারাদিন সভ্য সেমিনারে নানান কথা বলে ব্যস্ত সময় পার করছে বাস্তবে কি ওইগুলি তাদের ফাঁকা বুলি না তাদের ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলেরই ভিন্ন এক কৌশল? সংখ্যায় অল্প ধর্ম ও জাতি মানুষগুলি কখনই আমাদের রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য কোনও হুমকি হিসেবে আমি মানতে নারাজ। তারা নিতান্তই গরিবি হালে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে জীবন যাপন করছে। তারপরও কেন তাদের উপর নেমে আসে নানান নির্যাতনের খড়্গ? কেনই বা তাদের যৎসামান্য সম্পত্তি ও নারীদের উপর হায়নাদের কুনজর? যে ভাবেই দেখুন না কেন আমরা চাইব না আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে কোনও একটি মানুষ নির্যাতনের শিকার হোক। যে কোনও মানুষই জীবন রক্ষার জন্য চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পাড়ি জমাক কোনও অজানা গন্তব্যে। এর জন্য আমাদের রাষ্ট্র, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকার ও তার প্রশাসনের দায়িত্ব হবে অবশ্যই সে যেই ধর্মের বর্ণের বা জাতেই হোক না কেন প্রতিটি মানুষের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাহলেই আমরা মুক্তি যুদ্ধের চেতনার ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।

এদিন হিন্দু স্ট্রাগেল কমিটির সদস্য বিমল মজুমদার জানান, সখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারে জর্জরিত বাংলাদেশ। মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস বর্তমানে বেমানান হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। যে দেশে নারীর সম্মান নেই, সে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে সংখ্যালঘুরা। সব সরকারই ব্যর্থ হয়েছে এই বিষয়ে। অনুপ্রবেশকারীর তকমা লেগে গেছে যা পরের প্রজন্মকে কাঁধে করে বইতে হবে। তিনি ভারত সরকারের কাছে সাহায্যের আশ্বাস চেয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যেন তারা সাহায্য পায়। এই আশা নিয়েই তাদের এই সম্মেলন।

এছাড়াও সেদিন উপস্থিত ছিলেন ফ্লেমিশ পার্লামেন্টের সদস্য সহ ফরেন পলিসি, ইউরোপিয়ান অ্যাপেয়ার্স এবং ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ফ্র্যাঙ্ক ক্রিয়েলম্যান। তিনি এবিষয়ে বলেন, পররাষ্ট্র নীতিতে কোনও এ বিষয়ে আলোচনা বা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। তাই এই পরিস্থিতি ঘোরতর হয়ে উঠছে যত দিন যাচ্ছে। রাষ্ট্র সংঘকে জানিয়েও কিছু হয়নি।

চক্ষু পরীক্ষা চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ক্যানিং মাতলা সেতুর নিউ অটো স্ট্যান্ডে বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে ও ক্যানিং থানার পরিচালনায় পথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০ জন গাড়ির চালকের চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা দৃষ্টি পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন হয়। এদিনের চক্ষু শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও ধ্রুব দাস, ক্যানিং–১ বিডিও ও কিংশুক চন্দ, ক্যানিং মহিলা থানার ওসি মুনমুন চৌধুরী, ওসি আশিস দাস প্রমুখ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯শে মার্চ ২০১৭ রবিবার বেহালা ৩'এর পল্লি আয়োজিত একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিনামূল্যে বিভিন্ন রকমের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা ও ফিজিও থেরাপি, সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এই শিবিরে ২০৫ জন পুরুষ মহিলা ও শিশুরা তাদের নিজ নিজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করায়। অনুষ্ঠানে ১১ নং ওয়ার্ডের পুরমাতা অশোকা মন্ডল ও বিভিন্ন গুণী জনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালিত হয়। বেলুর মঠ রামকৃষ্ণ আয়োজিত বিবেকানন্দ বিশ্ব বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে CCRYN এর তত্ত্বধানে ১৭–১৯ মার্চ তিনদিন ব্যাপী যোগ সম্মেলন হয়ে গেল বিভিন্ন রাজ্য থেকে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু প্রতিনিধি সমাগম হয়। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন।

ছাত্রী খুনের কিনারায় মোবাইল ভরসা

প্রথম পাতার পর

পরিবারে অভাব থাকলে সোমা ছোট থেকে পড়াশুনোয় মেধাবী ছিলেন। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কাকদ্বীপ কলেজে কলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন সোমা। বর্তমানে সোমা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। গত বুধবার সকালে কলেজে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন সোমা। ওইদিন রাতের দিকে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ঢুকেই ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাতে বমি করতে শুরু করেন সোমা। এরপর পরিবারের সদস্যরা সোমাকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করান। ওইদিন ভোরে মৃত্যু হয় সোমার। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে। মৃত্যুর ৪ দিন পর সোমার মোবাইল পান পরিবারের সদস্যরা। এরপর সোমার কয়েকজন বান্ধবীও বাড়িতে আসেন। তাঁরাই সোমার সঙ্গে অরিন্দমের প্রেমের বিষয়টি পরিবারকে জানায়।

এরপর সোমার মোবাইল থেকে একাধিক মেসেজ অরিন্দম ও সোমার নানান কথোপকথন থেকে সম্পর্কের টানাপোড়েন সামনে আসে। সোমার বাবা সমীরবাবুর অভিযোগ, 'বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়ের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে অরিন্দম। পরে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। অপমানে মেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। পুলিশ মোবাইলের মেসেজ খতিয়ে দেখলে সব বেরিয়ে আসবে।'

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ব্যক্তি গোয়ালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বৃন্দাবন নস্কর (৩৬)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

ফড়েদের উৎপাতে মাথায় হাত

শিবশঙ্কর আচার্য : আলুর অত্যধিক ফলনে ও ব্যবসায়ীদের কৌশলে রাজ্যে যখন আলু চাষিরা অর্থনৈতিক সঙ্কটে ছটফট করছে তখন নামখানার উচ্ছে চাষিদেরও একই অবস্থা। বাজার আছে, দেদার ফসল আছে, খদ্দেরও আছে কিন্তু দাম নেই। যে উচ্ছে কলকাতার বাজারে কেজি প্রতি ৩০ থেকে ৪০ টাকায় বিকোচ্ছে সেই উচ্ছে চাষিরা কেজি প্রতি ১ টাকা আবার কোথাও ৭৫ পয়সায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। চাষিদের এই যন্ত্রণার মূল কারণ বাজারে ফড়েদের অবাধ বিচরণ। বিনা বাধায় তারা ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে দেদার মুনাফা কামাচ্ছে। বেশ কয়েকদিন এই অবস্থা চলার পর চাষিরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এমনকী তাদের নিজের হাতে অতি যত্নে তোলা ফসল তারা রাগে দুঃখে নদীতে ভাসিয়ে দেন। শুনতে যতই হৃদয় বিদারক হোক না কেন এইসব হতভাগ্য চাষিদের পাশে এসে দাঁড়াননি কোনও রাজনৈতিক নেতা বা কৃষি দফতর। যারা ঘটা করে প্রতি বছর নিয়মমাফিক রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে মাটি উৎসবের নামে কৃষকদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন তাদেরও দেখা মেলেনি নামখানার উচ্ছে চাষিদের চোখের জল মোছাতে। এমনকী উচ্ছে চাষিদের জন্য সরকার থেকে এখনও কোনও ক্ষতি পূরণের ঘোষণা হয়নি। সম্ভবত যেদিন এই চাষিদের মধ্যে কেউ একজন অর্থনৈতিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেবেন সেদিন টনক নড়বে সরকারের। কিন্তু সেটা অনেক দেরি হয়ে যাবে।

চাষিদের অনেকেই সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বাম আমলে যেমন ফড়েদের রমরমা ছিল পরিবর্তনের পরেও তার কিছুই বদলায়নি। বহাল তবিয়তে এইসব ফড়ের দল প্রতিদিন চাষিদের ঠকানোর কাজে লিপ্ত। আসলে কৃষি দফতর থেকে শুরু করে কৃষি বিপণন কাররই এ ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। ব্যবস্থা নেই ফড়েদের আটকানোর। ফলে ফসলের বেচাকেনা থাকলেও তা কৃষকদের জীবনে কোনও প্রতিফলন ঘটাতে পারছে না। তারা আগেও যেমন ছিলেন আজও তেমনই আছেন। পেটের দায়ে অন্য উপায় না থাকায় ধার করেও চাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা।

সরকারি ঘোষিত দাম পাচ্ছেন না আলু চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার যে কোনও বাজার সে গড়িয়াহাট, মানিকতলা বা হালতু হোক না কেন মনের আনন্দে ৫ টাকা কেজি পোকরাজ আলু, ৭ টাকা কেজি জ্যোতি, ১২ টাকা কেজি চন্দ্রমুখী আমরা বাজারের ব্যাগ ভর্তি করে আনি কেননা ওটাই এখন তরকারীর মধ্যে ভীষণ সস্তা। কিন্তু একবারও ভাবি না চাষি কি দাম পাচ্ছে। তার ফসল ফলিয়ে কি লাভ? এই যে মুখ্যমন্ত্রী ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘটা করে নজরুল মঞ্চে কৃষক দিবসের মাধ্যমে আলুর সংগ্রহ মূল্য ৪.৬০ ঘোষণা করলেন তার কি হল? প্রায় ১৫ দিন কেটে গেছে কিন্তু চাষি তো মাঠে এই দাম কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। চাষির জমির বেশির ভাগ আলু এখন থেকে দেখা যাবে হিমঘরে। নানা কর্মকান্ডে রাজ্যর ঋণের পরিমাণ যখন বেড়ে চলেছে তখন চাষিকে চাষের লোকসানের অনুদান দিলে ক্ষতি কোথায়? ভোটের স্বার্থে হিন্দু, মুসলমান চাষি বলে তো আর ভেদাভেদ করা যায় না। চাষির কোনও ধর্ম হয়না। সরকারি তরফে প্রতি মাসে ২৮০০০ হাজার টন প্রয়োজনীয় আলু সংগ্রহ করার যে পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছিল বাস্তবে তার কি হোল? সিঙ্গুর থেকে হরিপাল, তারকেশ্বর, আরামবাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবছরে আলু সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আলুর মহাজনরা সারা বছর অতিরিক্ত মুনাফার আশায় গত বছরে হিমঘর

আলু চাষিদের সঙ্কট মোচনে সরকার দাম বেঁধে দিলেও তারা সেই তিমিরেই

থেকে সময়মত আলু বার করেনি এবং অনেক আলু নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ ক্রেতাকে বেশি দাম দিয়ে আলু কিনতে হয়েছে। যাদের কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছল্য আছে এবছর আলুর দাম অত্যন্ত কম থাকায় বেশিরভাগ আলু হিমঘরে রেখেছে।

এবারের আবহাওয়া অনুকূল থাকায় গতবারের তুলনায় ফলন বেড়ে প্রায় ১১০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে। এগ্রিকালচার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কুইন্টাল প্রতি হিমঘরের ভাড়া বেড়ে হয়েছে ১৪৮ টাকা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির হিমঘরের ভাড়া বেড়ে হয়েছে ১৫২ টাকা। চাষিদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হিমঘরের মালিকদের স্বার্থ রক্ষা কতটা যুক্তিসঙ্গত ভাবা দরকার। চাষি ভাল থাকলে হিমঘর শিল্পের স্বার্থ রক্ষা হবে। এমনিতেই বছরে বছরে আলু চাষের জমি বেড়ে যাওয়ায় অনেক নতুন হিমঘর তৈরি হয়েছে এবং হিমঘরের সংরক্ষণ ক্ষমতা আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমঘরের মালিকদের সংগঠন আছে এবং তাঁরা প্রভাবশালীও বটে। তাই তাদের দাবি নেতা, মন্ত্রী, আমলাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে দ্রুত পৌঁছায়। অসহায় চাষিদের দুর্দশা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের রাজনীতি করে আর চাষিকে বছরের পর বছর লোকসান পোয়াতে হয়। এরপর চাষিরা যদি বিরূপ হয়ে পাট চাষের মতো আলু চাষের এলাকা কমিয়ে ফেলে তাহলে হিমঘর মালিকদের সাথে সরকারও বিপদে পড়বে। তখন কলকাতার বাজারে ক্রেতাদের অনেক বেশি দাম দিয়ে আলু কিনতে হবে। ২০১৪ সালে তৃণমূল সরকারের ভ্রান্ত নীতির খেসারত চাষিদের আজও দিতে হচ্ছে এবং অন্য রাজ্যের আলু ব্যবসায়ীরা এই রাজ্যে আলু সংগ্রহ করতে খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। তাদের নিজেদের রাজ্যে যা আলুর ফলন হচ্ছে তাই যথেষ্ট। এখন পরিবহন খরচায় ভর্তুকি দিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বা বিদেশে পাঠানোর কথা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ভাবা হয়েছে। তাতে চাষির কি লাভ? আলু একবার ক্ষেত থেকে উঠে গেলে নানা হাত ঘুরে বড় মহাজনদের কাছে চলে যায়। তখন তাদের মর্জিমাফিক আলুর দাম ঠিক হয়। একটু সম্পন্ন চাষি, দাম কম থাকায় তাদের ফলনের আলু অনেকটাই হিমঘরে রাখতে বাধ্য হয়েছে। এখন তাদের কতটা আর্থিক সঙ্গতি আছে যে অন্য রাজ্যে বা বিদেশে আলু পাঠাতে পারবে? ফলে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রশ্নের মুখে পড়েছে। আগামীদিনে এই ব্যবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করবে এক শ্রেণীর আড়তদার ও হিমঘরের মালিক।

চৈতালি উৎসবে মাতোয়ারা বাংলা

বাহা পরবে মাতোয়ারা হাওড়ার সাঁওতাল পল্লী

জয়িতা কুন্ডু

ধামসা মাদলের তালে হাত ধরাধরি করে পা মিলিয়েছেন গ্রামের মহিলারা। পরনে রঙিন শাড়ি, গায়ে অলংকার, মাথায় গোঁজা ফুল। পুরুষেরাও রঙিন কাপড়কে ধুতির মতো পরে হাতে গাছের কচি পাতা নিয়ে সঙ্গত করছেন তাঁদের। মাঝে মাঝে হৈ দিয়ে উৎসবের আনন্দকে দ্বিগুণ করে তুলছেন। ঋতুরাজ বসন্ত ফুলের ডালি সাজিয়ে হাজির হয়। আর প্রকৃতিই যাঁদের আরাধ্য সেই সাঁওতালরা মেতেছেন ঋতুরাজকে বরণ করে নিতে। ধামসা মাদল আর সাঁওতালি গানে নাচে মেতে উঠেছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের শঙ্করহাটি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়দহ ব্রাহ্মণপাড়ার আদিবাসীরা বাহা পরবে। টেলিভিশনের মেগা সিরিয়ালের জনপ্রিয় সাঁওতালি চরিত্র বাহা মন জয় করেছিল বাঙালির। সাঁওতালি সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছিল সাধারণ বাঙালি। সেই সংস্কৃতি আজও নিজেদের মতো করে বাঁচিয়ে রেখেছে জগৎবল্লভপুরের এই আদিবাসীরা। ২৫ থেকে ২৭ মার্চ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করল বাহা পরব। বাহা শব্দের সাঁওতালি অর্থ ফুল।

এই বাহা উৎসবের মধ্যে দিয়েই সাঁওতালরা শীতের রুক্ষতার পরে বসন্তের কচি পাতা ও রঙিন ফুলকে বরণ করে নেয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ঘর-দোর নিকিয়ে সুন্দরভাবে আলপনা দেওয়া হয়। গাছের তলায় মণ্ডপ তৈরি করে চলর মারাংবুরুর আরাধনা। এই স্থানকে জাহের থান বলা হয়। পুজো উপলক্ষে বলি দেওয়া হয়। সেই বলির ভোগ দুপুরে খিচুড়ির সাথে খাওয়া হয়। আর থাকে এক বিশেষ ধরণের নেশার পানীয় হাঁড়িয়া। বিকেলে সারিবদ্ধভাবে চলে নাচ-গান। জগৎবল্লভপুর ব্রাহ্মণপাড়ার আদিবাসী পুরোহিত চাঁদু মাণ্ডি জানালেন, বাহা তাঁদের দ্বিতীয় বড় উৎসব। প্রায় ৮০ ঘর মাত্র সাঁওতাল পরিবারের বাস এখানে। নগরায়ণের ছাপও পড়েছে এই গ্রামে। কিন্তু এখানের আদিবাসীরা তাঁদের নিজেস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বাহা তারই একটা অঙ্গ।

লামা ভুটিয়াদের আবেগ বনাম গঙ্গা দূষণ

কুনাল মালিক : সম্প্রতি উত্তরাখন্ড হাইকোর্ট গঙ্গানদীকে জীবন্ত মানবীর মতো সত্তার স্বীকৃতি দিয়েছে। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। নমামী গঙ্গে প্রকল্পে গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর পরিবেশের দূষণ কমাতে নানা জনমুখী কর্মসূচিও রূপায়িত হচ্ছে। কিন্তু সেই গঙ্গা তীরবর্তী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের ডি-রায়পুর অঞ্চলের হুগলি নদীতে গত ১৮-২০ মার্চ তিনদিনে মোট প্রায় ৫ টন পোনা মাছের চারা সুদূর শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং থেকে এসে ভুটিয়া ও লামা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা রীতিমতো যজ্ঞ করে ছেড়ে দিল। এই লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ নদীতে ফেলতে দেখে স্থানীয় মানুষরা অবাক হয়ে যান। কিন্তু মাছ ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই চারা পোনাগুলো লোনা জলে থাকতে না পেরে ঢেউয়ের তালে পাড়ে এসে পড়ে। স্থানীয় ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষরা জাল ফেলে সেই মাছ ধরে স্থানীয় বাজারে জলের দরে বিক্রি করে। বেশ কিছু জায়গায় মাছ জমা হয়ে পচে গিয়ে দুর্গন্ধও ছড়ায়। এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রতিবেদক ২২ মার্চ রায়পুরের গদাখালি বাজারে গিয়ে দেখে

বাজারে বিকোচ্ছে সেই মাছ

নদীর পাড়ে প্রচুর মানুষ জাল ফেলতে ব্যস্ত। স্থানীয় বাজারে ছোট ছোট বাটা, কাৎলা, রুই মাছ চল্লিশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিল। তবে অধিকাংশ মাছই মরা। রায়পুর স্বদেশি মেলার ঘাটের কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিলাম। স্থানীয় প্রবীর পরামাণিক জানালেন। গত মাঘ মাসে শেখ সামীন নামে এক ব্যক্তি এসে বলে, যে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং থেকে ভুটিয়া ও লামা সম্প্রদায়ের মানুষজন তাদের বাৎসরিক মানত করতে এই ঘাটে জ্যান্ত পোনা ছাড়বে। মেলা কমিটির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে প্রবীর বাবু গঙ্গার ঘাটে মাছ ছাড়ার ব্যবস্থা করেছেন। ১৮ মার্চ ১ টন ৫৮ কেজি, ১৯ মার্চ ১ টন ২০ কেজি এবং ২০ মার্চ আড়াই টন পোনা মাছের বাচ্চা ছাড়া হয়। নদীর ঘাটে শিলিগুড়ি থেকে আগত পুরোহিতরা কাঠ জ্বালিয়ে যজ্ঞও করেন। তারপর নৌকা করে মাছ নিয়ে মাঝনদীতে ছেড়ে দেয়। সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত এই মাছ ফেলা চলে। বারুইপুরের বাসিন্দা শেখ সামীনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি। শুধু বলেন, এর আগে ওঁরা গান্ধিঘাট, ডায়মন্ডহারবারে মাছ ছেড়েছে। ওঁদের ধর্মে এটাকে 'জীবনদান' উৎসব বলা হয়। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মাছই তো মরে গিয়েছে, কিংবা ধীবরদের জালে ধরা পড়েছে। তাহলে 'জীবনদান ' হল কি করে। সেই প্রশ্নে শেখ সামীম জানান, কত লক্ষ টাকা খরচ করে দুর্গা প্রতিমা গড়া হয়, কিন্তু তিনদিন পর তো বিসর্জন হয়ে যায়। যার ধর্মে, যে রীতি। শেখ সামীমকে বলেছিলাম, যাঁরা মাছ ফেললেন, তাদের একজনের ফোন নম্বর দিন না, বিস্তারিত জানব। তিনি ফোন কেটে দেন, আর কথা বলতে চাননি। তিনদিন ধরে ডি-রায়পুরে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ গঙ্গায় ছাড়া হলেও স্থানীয় প্রশাসন কিন্তু অন্ধকারে ছিল। ডি রায়পুর এলাকা

থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তুষার সরদার জানালেন, তিনি পরে বিষয়টি জেনেছেন এবং নদীর পাড়ে মরা মাছ পচে দূষণ ছড়িয়েছে এখবরও পেয়েছেন। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার রায় জানালেন, বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে কেউ কছু জানায়নি তবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

গাজন উৎসবের প্রস্তুতি মল্লেশ্বরে

অভীক মিত্র, মল্লেশ্বর: চৈত্র মাসের শেষদিকে গাজন উৎসবে মেতে উঠবে বীরভূম জেলার মল্লেশ্বর শিবমন্দির। বসবে সপ্তাহব্যাপী মেলা। সঙ্গে থাকবে নানা অনুষ্ঠান। ২৫ চৈত্র থেকে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত আটশো বছরের প্রাচীন শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হবে বীরভূম জেলার মল্লেশ্বর শিবমন্দিরে। গাজন উৎসব ঘিরে মন্দির চত্বরে চলছে জোর প্রস্তুতি। গাজন, রথযাত্রা, শিবরাত্রি, মাকুরি সপ্তমীতে এখানে মেলা বসে। বীরভূম জেলার সবচেয়ে পুরানো মন্দির এই মল্লেশ্বর। রাজা মল্লনাথ ১৯২ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের বিশ্বাস এখানে যে যা বাসনা নিয়ে আসেন তা পূর্ণ হয়। ইতিহাস বলে শিবের এই মন্দিরেই কৃষ্ণানন্দ আম্বাগদীশ জীবন্ত সমাধি নিয়েছেন। ধ্যানাবস্থায় ইনি বাবার স্বরূপ দর্শন করে জীবন্ত সমাধি লাভ করেন। কৃষ্ণানন্দ ছিলেন কালীমূর্তি স্রষ্টা।

উল্লেখ্য, কলকাতার বালিগঞ্জের ব্যবসায়ী প্রীতম দত্ত প্রতি বছর মন্দিরের সংস্কার করেন। কিন্তু এই বছর মন্দির সংস্কার হয়নি। জানা গিয়েছে কমিটির গাফিলতিতেই মন্দির সংস্কারের ১৫ লক্ষ টাকা এসে ফেরত যায়। মন্দিরের আদি সেবাইত ও দেউরি বংশধর ঈশ্বর মোহন পান্ডা (চ্যাটার্জি) বলেন, এখানে নিত্য পুজো হয়। সকাল ১০টার মধ্যে জানালে চল্লিশ টাকা দিয়ে নিরামিষ ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তিনি এই উৎসবে সকলকে আহ্বান জানান। স্থানীয় মানুষ চায় তাদের প্রিয় ঐতিহ্যবাহী এই মল্লেশ্বর মন্দির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পর্যটন স্থল হয়ে উঠুক। মল্লেশ্বরের গাজন উৎসবে যদি কেউ ঘুরে আসতে চান তাহলে সেবাইতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নীচে উল্লেখিত নম্বরে। ঈশ্বর মোহন পান্ডা (চ্যাটার্জি) : ৯৭৭৫০৪৪৯২৫, রুদ্র পান্ডা : ৭৪৩২৩৯৯৪৮৪।

মা আসছেন অন্নপূর্ণা রূপে

রিম্পি ঘোষ: ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকে নারীকেন্দ্রিক পুজা চলে আসছে। কোথাও দিওয়ালি (কালীপুজা), কোথাও ধনতেরাস (লক্ষী পুজা) বিশেষত, বাংলায় দুর্গা পুজা, বাসন্তী পুজা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এমনই একটি পুজা হল অন্নপূর্ণা পুজা। মা দুর্গার আরেকটি রূপ হল মা অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা অর্থাৎ অন্নের দেবী। মা দুর্গার মত এই মা অন্নপূর্ণাও সপরিবারে পূজিতা হন। হুগলি জেলার রায়বাজারে প্রখ্যাত আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির অন্নপূর্ণা পুজা এইবার ৭৯ বছরে পদার্পণ করল। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, জয়দীপবাবুর ঠাকুমা স্বর্গীয়া কমলা মুখার্জী স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঘটে এই অন্নপূর্ণা পুজা শুরু করেন। জয়দীপবাবুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন থেকে ছোট মাটির মূর্তিতে দেবী আরাধনা শুরু হয়। ১৯৯২ সাল থেকে দেবীর প্রতিমা আকারে বৃদ্ধি পায়। এই পুজায় মা অন্নপূর্ণার সঙ্গে মহাদেব, লক্ষী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকও পুজা পায়। রয়েছে একটি পরী ও দু পাশে দু জন দ্বাররক্ষী। প্রায় বছর চারেক জয়দীপবাবু স্বপ্নাদেশ পেয়ে লক্ষী ও গণেশের পুজা শুরু করে। উত্তর ২৪ পরগণার ভাটপাড়ার প্রায় নয় জন ব্রাহ্মণ এই পুজায় যজ্ঞ করে থাকেন। পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত এই পুজা চলে। পুজায় ঠাকুরের জন্য প্রায় ৫২-৫৩ রকমের ভোগ, পরমান্ন, পোলাও,ক্ষীর ইত্যাদি রান্না করা হয়। পুজায় চালকুমরো বলি হয়। পুজা চলাকালীন প্রায় ১৫ হাজার মানুষের নরনারায়ণ সেবা করা হয়।

অভিষেকের প্রত্যাবর্তন ডায়মন্ড হারবারে

সাপ্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং

উন্নয়ন বিরোধী অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে

ঐতিহাসিক জনসভা

২রা এপ্রিল দুপুর ২টো ডায়মন্ড হারবারে এস.ডি.ও. মাঠ

প্রধান বক্তা শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সভা ঘিরে জেলায় তৎপরতা সোনালী রায়ের

রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা ২৫ নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি ও

সহ সভাপতি– দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস

জয়হিন্দ অডিটোরিয়াম সোনারপুরে প্রস্তুতি সভা

সোনারপুর দক্ষিণে বসুন্ধরা ভবনে প্রস্তুতি সভা

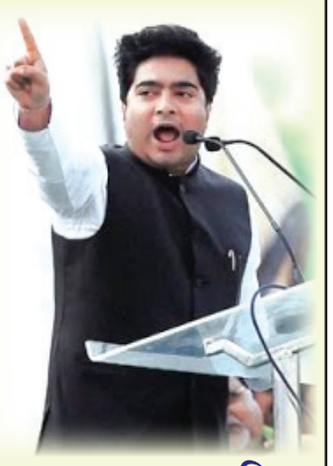

সাংসদ, সভাপতি, সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেস

মাঙ্গলিকী

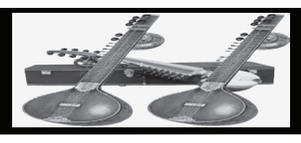

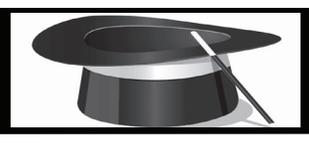

জাদু সম্রাটের জন্মদিনে..

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩শে ফেব্রুয়ারি জাদু সম্রাট পি সি সরকারের শুভ জন্মদিন। ওইদিন ''উত্তর কলকাতা বাংলাভাষা চর্চা কেন্দ্র''র উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির জীবনানন্দ সভাগৃহে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত এক মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই বাংলার ঊনষাট জন সম্পাদক–শিল্পী–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবী। চর্চা কেন্দ্রের উপদেষ্টা তথা শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্দ্ধন তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই যাদু সম্রাট পি সি সরকারকে বিশ্বখ্যাত বাঙালি হিসাবে উল্লেখ করে ''তাঁর জন্য আজও বাঙালি তথা ভারতীয়রা গর্বিত'' বলে উল্লেখ করেন। কলকাতা পোস্ট অফিস থেকে জাদু সম্রাটের ছবি ও পরিচয় সহ দুটি রঙিন বৃহৎ স্ট্যাম্প ডঃ বর্দ্ধন তুলে দেন 'ইদানীং'' সংস্থার সভাপতি সবিতা বেগম এবং প্রধান শিক্ষক, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যিক সোমনাথ পালের হাতে। ওই স্ট্যাম্প দুটি ২১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার 'তরুণ দল' ক্লাবের ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় ড. বর্দ্ধনকে দিয়েছিলেন ''আলিপুর বার্তা''র বরিষ্ঠ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর কলকাতা বাংলা ভাষা চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি জয়ন্ত রসিক বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ''মন ক্যামেরা''–র সম্পাদিকা ডাঃ রূপালী বিশ্বাস, সাহিত্যিক ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, ইমানুল নেসা, ''চোখ'' সম্পাদক মানিক দে, ''চারুপত্র'' সম্পাদিকা তাপসী আচার্য, চন্দ্রাণী কর্মকার, আবদুল্লা মোল্লা, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদলকুমার সাহা, মন্টু উপাধ্যায়, স্নেহা হোসেন, ''ত্রিসপ্তক'' কর্ণধার ঋষিণ মিত্র, সহ উণষাট জন সাংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন সাহিত্যিক সেখ আবদুল মান্নান। সভায় একুশে ফেব্রুয়ারির বাংলাভাষা শহিদদের কার্যাবলী উল্লেখ করেন উপস্থিত অনেকে।

সংযোজন : এই অনুষ্ঠানে আলিপুর বার্তার তরফে সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেরিতে হলেও আসেন; তাঁকে মঞ্চে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের সাথে বসানো হয়— এইভাবেই আলিপুর বার্তাকে সম্মান জানানো হয়। এজন্য ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, জয়ন্ত রসিক সহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের পত্রিকার তরফে 'ধন্যবাদ'।

শিশু সম্মেলন

প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'সুসমাধানে'র শিশু কিশোর শাখা 'কোরক'–এর উদ্যোগে সন্তোষপুর শ্যামপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ে গত ১৯ মার্চ, রবিবার, সারাদিন ব্যাপী শিশু সম্মেলনে সন্তোষপুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও কোরকের সদস্যসহ প্রায় সত্তর জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ছাত্রীদের অংশগ্রহণই ছিল বেশি। সম্মেলনে ছোটদের বড় হয়ে ওঠার বিষয়ে নানাবিধ সুবিধা অসুবিধা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিরা মুক্ত কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করে। সম্মেলনের দ্বিতীয়ার্ধ কচিকাচাদের গান–আবৃত্তি–নাচে মুখর হয়ে ওঠে।

স্বামী যোগানন্দের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৬ মার্চ সন্ধ্যায় আড়িয়াদহের ৫, কেদারনাথ ব্যানার্জী রোডে ''দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ যোগানন্দ সংঘের'' উদ্যোগে ও সম্পাদক শিবশংকর রায়চৌধুরীর পরিচালনায় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের ১৫৬তম জন্মতিথি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। রামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ ও যোগানন্দের ঐতিহাসিক মহান জীবনী ও অমরবাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন দেবরাজনন্দ, নিত্য মুক্তানন্দ এবং অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি গেয়ে শোনান সংঘমিত্রা নাথ। এছাড়া নন্দনকাননের ''শিখাময়ী নিবেদিতা'' পরিবেশন, সংঘ সভ্যসভ্যাদের গান, মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, চন্ডীপাঠ ও ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সন্তোষী মাতার পুজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ নস্করপুর মাইতি পাড়ায় সন্তোষী ইয়ং সোসাইটির পরিচালনায় আয়োজিত হয় সন্তোষী মাতার পুজো। ১৭ চৈত্র শুক্রবার পুজোর দিন ছিল যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা। যা এলাকাবাসীর কাছে মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পুজো উপলক্ষে অঙ্কন প্রতিযোগিতার পাশাপাশি থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বাউল গান। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত চলে পুজোপাঠ। রবিবার প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি ঘটে। এই পুজো উপলক্ষ্যে রকমারি খাবারের স্টলের আয়োজন করে পুজো কমিটি। ২৩তম এই পুজো ঘিরে এলাকাবাসীর উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

মাতৃসংঘের সরস্বতী বন্দনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাজার হাজার সংগঠন ও ঘরে সরস্বতী পুজোর মতনই গত ১লা ফেব্রুয়ারি যাদবপুরের (সন্তোষপুর) মাতৃসংঘের মহিলা সদস্যরা সরস্বতী পুজো করলেন তাঁদের নেত্রী পাপড়ি নাথের (বিশিষ্টা সঙ্গীত শিক্ষিকা ও দক্ষ সংগঠক) বাসভবনের সুদৃশ্য সভা ঘরে, ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ও মা সারদা ও তাঁদের 'সন্তান' স্বামী বিবেকানন্দের শ্বেত পাথরের মর্মর প্রতিকৃতীর সামনে। পাশের বেদিতে বসানো 'গোপাল লালা' ও পাপড়ি দেবীর গুরুমার প্রতিকৃতি। তবে এই সরস্বতী পুজোয় মা সারদা রুপী' মা সরস্বতীর পুজো করা হল সন্ধ্যায়, যা সাথে সাথে এই পুজোকে অন্যান্য হাজার হাজার সরস্বতী পুজোর থেকে আলাদা করে দিল...

ধূপ ধূনার গন্ধে, পরে হোমের আগুনের ঔজ্জ্বল্যে, যুবা পুরোহিতের (মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য) গভীর মন্ত্র উচ্চারণে, মাঝে মাঝে মহিলাদের উলুধ্বনিতে গৃহী মানুষের গৃহের সুসজ্জিত সভাঘরটি এই প্রতিবেদকের মনে রূপান্তরিত হল প্রাচীন ভারতবর্ষের (৫০০০ হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সভ্যতা— 'সেই ভারতবর্ষ') কোনও এক তপোবনের পূজা মন্ডপে... (পূজায় প্রধান পুরোহিতের সহকারি হিসাবে সাথী পুরোহিত জয়দেব মিশ্রর নামও এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য)। অবশ্যই এই দিন সরস্বতী বন্দনার সাথে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, পাপড়ি দেবীর গুরুমা ও নারায়ণের পূজাও হল।

সকলে পঞ্চ প্রদীপের আগুনের তাপ মাথায় ছোঁয়ালেন ('আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে')। আর হোমের শেষে যুবা পুরোহিত (আচরণে ভাবগম্ভীর, শাস্ত্রজ্ঞ যুবা ব্যক্তি!) উঠে দাঁড়িয়ে সকলের কপালে হোমের ঠিকা এঁকে দিলেন ('জয়ের টিকা'), মহিলারা উলুধ্বনি দিলেন (আগেই সকলে মাথায় শান্তির জলও নিয়েছিলেন— 'শান্তির বারি')। যথারীতি প্রসাদ গ্রহণ, পরে ভোগ গ্রহণের মাধ্যমে 'মা সারদা রুপী' মা সরস্বতীর বার্ষিক বন্দনা সমাপ্ত হল— এই প্রতিবেদক তখন 'মনে মনে ফিরলেন' 'তপোবনের' সময় থেকে আজকের সময়ে— পাপড়ি দেবীকে বিশেষ ধন্যবাদ এই প্রতিবেদকে (তাঁর 'জীবন চালিকা' সহ!) সরস্বতী বন্দনায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যা আসলে ৫০ বছর পার করা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তাকেই মান্যতা দেওয়া সংযোজন : শ্রদ্ধেয় পুরোহিত এই প্রতিবেদকের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, হোমের সময়ে পুরোহিত যে মাথায় পাগড়ির মতো গামছা বেঁধে নেন, তার বৈজ্ঞানিক কারণ হল, হোমের অতি প্রখর আগুনের তাপে যাতে মস্তিষ্কের কোনও ক্ষতি না হয়। আরও জানালেন, হোম মানে অগ্নিদেবতার পূজা— আগুন মানে 'উত্তাপ'— যা মেঘ সৃষ্টি করে, যা বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয় ফলে শস্য উৎপাদন হয় যা প্রাণীকূলকে বাঁচায়— কে বলে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র, ধর্মীয় আচরণ 'অবৈজ্ঞানিক'?...

সিনেমাঘর

'চৌরঙ্গী' পত্রিকার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা প্রকাশিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত রবিবার ২৬ মার্চ ৪২এ চারুচন্দ্র অ্যাভিনিউতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি 'ভানুশ্রী'তে প্রকাশিত হল চৌরঙ্গী পত্রিকার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যাটি। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই সংখ্যার ও এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. পবিত্র সরকার।উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, প্রবীন পরিচালক নৃপেণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু কন্যা বাসবী ঘটক,

চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ, পার্থ মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ দত্ত প্রমুখ অতিথিরা। অতিথিদের উত্তরীয়, প্রকাশিত সংখ্যা ও স্মারক দিয়ে বরণ করা হয়। সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ হল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। সেই তালিকায় আছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, মনু মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, চিন্ময় রায়, জগন্নাথ বসু, অজিতবরণ মুখোপাধ্যায়, ড. শঙ্কর ঘোষ। প্রয়াত কয়েকজন শিল্পীর কথাও এসেছে; যেগুলি পাওয়া গিয়েছে ভানু পুত্র গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। সেই তালিকায় আছেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, মান্না দে, রবি ঘোষ, গীতা দে, দিলীপ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সরযূবালা দেবী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী। শিল্পীর চলচিত্র পঞ্জী, বেতার নাটকের তালিকা, রেকর্ডের তালিকা, মঞ্চ নাটকের তালিকা, যাত্রার তালিকা, পুরস্কার প্রাপ্তির তালিকা 'চৌরঙ্গী' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

গোলমাল : ছবি না জলছবি

ছবিটি দেখে মনে হয়েছে অজাতশত্রুর

অঞ্জন চৌধুরী পরিচালিত 'বাঙালিবাবু' ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। ছবিটির প্রযোজক ছিলেন নারায়ণ রায়। ছবিটি বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছিল। সেই নারায়ণ রায় এবারে পরিচালক রূপে অবতীর্ণ হলেন সেই মিঠনু চক্রবর্তীকে নিয়ে। ছবির নাম 'গোলমাল'। তিনি ভেবেছিলেন মিঠুন নামের গাছ হয়তো তিনি আবার জুবিলি হিট ছবি আমাদের উপহার দেবেন। ফলশ্রুতি কি হল : মিত্রা এবং প্রাচী কলকাতার এই দুটি মাত্র প্রেক্ষাগৃহে একটি করে শোতে ছবিটি মুক্তি পেল ২৫ মার্চ শুক্রবার। প্রতিবেদক দেখলেন খাঁ খাঁ করা প্রায় শূন্য 'প্রাচী' প্রেক্ষাগৃহ সোমবার ৫টার শোতে। দীর্ঘদিন আগে এ ছবির শ্যুটিং শেষ হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল 'বুদ্ধুরাম ঢোল'। এতদিনে মুক্তি পেল নাম বদল করে 'গোলমাল' নামে। ততদিনে মিঠুন নামের ক্যারিশমা সম্পূর্ণ উধাও। তদুপরি ভাবতে অবাক লাগে এমন একটা চিত্রনাট্য মিঠুন পছন্দ করলেন কি ভাবে। স্থূল রঙ্গ রসের ছবি। ছবি না বলে জলছবি বলাই সঙ্গত। চল্লিশ পঞ্চাশের দশকেও এ ছবি বেমানান। সেই বস্তাপচা গল্প। বাবার মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করবে না বলে নায়িকা বাড়ি থেকে পালিয়েছে। ট্রেনে চেপেছে। সেখানে যথারীতি নায়ক উপস্থিত। এরপর যা ঘটছে তা একেবারে চেনা জানা পদ্ধতিতে এগিয়েছে। নায়িকাকে উদ্ধার করতে মাঠে নেমেছেন পুলিশের বুদ্ধুরাম ঢোল এবং তার এক চ্যালা। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য পেয়ে যেতেই পারেন রাজেন্দ্রকুমার পরিচালিত 'লাভ স্টোরি' ছবিটির। আজমাদ খান অভিনীত চরিত্রটিই এখানে বুদ্ধুরাম ঢোল হিসাবে হাজির। এমন দুর্বল চিত্রনাট্যে মিঠুনের করারও কিছু ছিল না। তবু গুটি কয়েক দর্শক যে ছবিটি দেখতে গিয়েছেন তার মূলে অবশ্যই মিঠুন। শিল্পীর সাজপোশাকও আপাত দৃষ্টিকটু। বিচিত্র একটা গোঁফ লাগালেই কি রঙ্গরসের মাত্রা বাড়ে। নায়িকার মায়ের চরিত্রে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বা কি করে এমন একটা ছবিতে অভিনয় করতে সম্মত হলেন। অভিনয় দেখানোর কোনও সুযোগ নেই। ছবিতে মিঠুনের প্রাক্তন প্রেমিকা এই আকর্ষণেই কি এ ছবিতে তিনি নামলেন। কোন কোনও দৃশ্যে তার ডাবিং পর্যন্ত গোলমাল। নায়িকা পায়েল তবু তার কাজটুকু করে গিয়েছেন। নায়কের চরিত্রে সায়ক একেবারে বেমানান। কমার্শিয়াল ছবির নায়ক হতে গেলে যে সব গুণ থাকা দরকার তা সায়কের মধ্যে নজরে পড়েনি। পরিচালক নিজে ভিলেন সান্যালের চরিত্রে অবতীর্ণ। তাঁর অভিনয় নিয়মানের। বুদ্ধুরামের সহকারীর চরিত্রে ভোলা তামাং, চাঁদু চৌধুরী এখানে রঙ্গ রস পরিবেশন করেছেন মাত্র। কনটিউনিটি বলে কিছু নেই। নায়িকা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন তিনি শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার কামিজ পড়ে আছেন, পরের দৃশ্যেই তিনি শাড়ি পড়ে বমি করলেন। বাথরুম থেকে বেরোলেন ওই শালোয়ার কামিজ পরে। গাড়ি গুলির নাম্বার প্লেটে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোঝাবার জন্য 'ডাবলু বি' আঠা দিয়ে সাটা হয়েছে। বিদ্যুৎ গোস্বামী সুরারোপিত গানগুলি মনে কোন দাগ কাটে না। এমন ছবি থেকে দর্শক যে মুখ ফেরাবেন তাতে সন্দেহ নেই।

'সিক্রেট লাভ স্টোরি'তে প্রধান ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

শুভঙ্কর ঘোষ

'বারুদে ফুলের গন্ধ', 'চেনা প্রেমের গল্প', 'আকাশ এ ঘনও নীল', 'দ্য নাগরিক' মতো ছবি করেছেন পরিচালক নাড়ুগোপাল মন্ডল। এই সব ছবির প্রেক্ষাপট ছিল প্রেম ও রাজনৈতিক, পারিবারিক। প্রথম বার তিনি ট্র্যাক চেঞ্জ করে রহস্য ভরা গল্প বেছে নিলেন। মৌলিক গল্প। ছবির নাম 'সিক্রেট লাভ স্টোরি'। পরিচালকের বহু দিনের ইচ্ছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রধান চরিত্রে রেখে একটা ছবি করার এবং ডিটেকটিভ চরিত্রে অভিনয় করানো তার সেই ইচ্ছে এই ছবিতে পূর্ণ হল।

এই ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যা অভিনয় করেছেন পরিচালকের কথা অনুযায়ী 'আমি তার যে পারফরমেন্স পেয়েছি, আমার প্রত্যাশার ১০ গুণ বেশি। শেষ দৃশ্যে অনিকেতের একপাতা সংলাপ এক পটেই কোন শব্দ পরিবর্তন না করে সব অক্ষুণ্ণ রেখে বলে গেলেন আমি তো কাট বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। পরিচালকের এই ছবি সম্পর্কে বলেন ''আমার এই ছবি মূলত একটা পাগলীকে বেস করে। অবশ্যই একটা ভালো বার্তাও আছে এবং একটা অবিশ্বাস্য ও অজানা শেষ পরিনাম আছে যা কল্পনার অতীত। তবে শেষ দৃশ্য সবার গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা রাখছি। দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো বাংলা ছবি দেখুন অবশ্যই হলে গিয়ে দেখুন। একটা কথা মনে রাখবেন শুঁয়োপোকা থেকেই তো প্রজাপতির সৃষ্টি হয়। স্টোনম্যানের পর স্টোনওম্যান। লাভ পাগলীকে নিয়ে সারা বাংলা তোলপাড় চলছে।

প্রেমিক–প্রেমিকাকে এক সঙ্গে দেখলে আর রক্ষা নেই। পাথর ছুড়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় আঘাত পাওয়া ব্যক্তির দেহ কিছুক্ষণের মধ্যে সেখান থেকে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার। অনিকেত ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার। সে এই রহস্যের জট খুলতে নেমে পড়ে। যার জন্য সে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় কয়েকজন নতুন কিশোর–কিশোরীকে সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ দিতে চেয়ে।

ঋক ও ডিম্পি কলেজ পড়ুয়া। এই বিজ্ঞাপন দেখে। তারা যোগাযোগ করে চাকরিটা তাদের হয়ে যায়। তাদের কাজ হল লাভ পাগলীর অতীত–বর্তমান সব খুঁজে বার করা। অনিকেত এ কাজে তাদের সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেয়। ওদিকে রণজয় শূন্য থেকে শুরু করে আজ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ডিম্পি তার একমাত্র সন্তান। প্রতিদিনের রুটিন কাজের মধ্যে ডায়েরি লেখার অভ্যাস রণজয়ের আজও অব্যাহত। ডিম্পি বাবার অজান্তে ডাইরি পড়ে জানতে পারে মিতালী রায়ের কথা। মিতালি স্কুল শিক্ষিকা। রণজয়ের প্রাক্তন প্রেমিকা। যার কারণে অকালে ডিম্পি তার মাকে হারিয়েছে এবং এই মিতালি পাগলী হওয়ার জন্য রণজয় দায়ী।

একসময় অনিকেত ঋক ও ডিম্পির সাহায্যে রহস্যের জট খুলতে সমর্থ হয়। এক শ্রেণির অসাধু কিডনি পাচার চক্রের লোকেরা লাভ পাগলীকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে চলেছে। কিভাবে তা ফাঁস হয় ও পাগলীর অতীত জানা যাবে। সেটা ছবি মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। প্রযোজনা এন.এম. প্রোডাকশন ও শ্রীশ্রী নরসিংহ জীও প্রোডাকশন। কাহিনী ত্রিবেণী অধিকারী। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনায় নাড়ুগোপাল মন্ডল। চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রনীল সরকার, সম্পাদনা সোমনাথ কর। সঙ্গীত প্রীতম দেব ও শান্তনু ভট্টাচার্য। নেপথ্য কণ্ঠে সৌরভ দে, শান্তনু ও কুহেলী বসু।

কোরিওগ্রাফি সুবীর সামন্ত। শিল্প নির্দেশনায় অরূপ চক্রবর্তী। প্রচার অভিনয়ে– সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অনিকেত), গৌতম গুরু (রনজয়), সান্ত্বনা বসু/ রাজু মজুমদার/রঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। দেবশ্রী দত্ত, প্রিয়া (মিতালী) ও নবাগত–নবাগতা ঋক (ঋক), ও মৌলি (ডিম্পি)।

কৌতুক শিল্পী বাদল নন্দী এখন অর্থনৈতিক সঙ্কটে

বাপীলাল দে: মনে পড়ে বালি নিশ্চিন্দার কৌতুক অভিনেতা বাদল নন্দীকে? যিনি আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে রঙ্গরস এবং মিরাক্কেলে কৌতুক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে কয়েক মিনিটের জন্যে হলেও হাসাতে এবং বসিয়ে রাখতে বাধ্য করে ছিলেন। তিনি আর কেউ নন বাংলার প্রবাদ প্রতীম হাস্যকৌতুক অভিনেতা বাদল নন্দী। বাদল বাবুর বাড়ি বালি নিশ্চিন্দার চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের কাছে মেডিক্লিনিকের পাশের গলিতেই। বাদল বাবু কেমন আছেন তা নিজের চোখে পরখ করবার জন্যই হাজির হয়েছিলাম বাদল নন্দীর বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকতেই ডানদিকে পড়বে কালী মন্দির। এই মন্দিরের কালী মূর্তি নিজের হাতে গড়েছেন বাদলবাবু। বাবা গোঁসাই নন্দী কোনও রকমে দিন কাটত নন্দী পরিবারে। বাবা কাজ করতেন সামান্য ঘড়ামির। ফলে প্রবল অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার জন্যে বাদলবাবু মাধ্যমিক পাস করবার পরে পড়াশুনা করতে পারেননি। এরপর একটি ব্যাগের দোকানে কাজ করতে থাকেন।

এরমধ্যেই পথ চলতি মানুষকে হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে চুপ করে দাঁড় করিয়ে দিতেন। এরপর মিরাক্কেল, রঙ্গরসের মত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে সুযোগ পেলেন কিভাবে জানতে চাইলে তিনি বলেন তার এই অঙ্গভঙ্গি একসময় বেশ এলাকায় সাড়া জাগিয়েছিল যা দেখে এলাকার একটি বাচ্ছা ছেলে সঞ্জু ভট্টাচার্য তাকে বলেছিল বাদলদা তুমি তো সুন্দর কৌতুক অভিনয় কর। তাহলে তুমি রঙ্গরসে অভিনয়ের জন্যে যোগাযোগ কেন করছ না। শুনে বাদলবাবু প্রথমটায় অনীহা প্রকাশ করেন পরে দূরদর্শন অফিসে গিয়ে রঙ্গরসের পরিচালক সুভাষ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর নানা ঘটনার পর সুভাষবাবু বাদলবাবুকে ডেকে জানতে চাইলেন তিনি ১৩ তারিখে সময় দিতে পারবেন কিনা। প্রশ্ন শুনে তিনি হ্যাঁ করে দিলেন। বেশ আর যায় কোথায় অনুষ্ঠান শ্যুটিং–এর প্রথম দিন (রঙ্গরস) মোট ১৮টা কমেডি শ্যুটিং করবার পরে পরিচালক অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে আর একটি কমেডি শ্যুটিং করবার অনুমতি দেন। ফলে সেই দিনেই মোট ১৯টি রঙ্গরসের কৌতুক অভিনয়ের শ্যুটিং করেন বলে জানা যায় স্বয়ং শিল্পীর কাছ থেকেই। যা কিনা ২৬ জানুয়ারির রাত্রে থেকেই বাংলার জনগণ দূরদর্শনের পর্দায় দেখার সুযোগ পান। সর্বমোট ৩১টি পর্বে কৌতুক অভিনয়ের

শ্যুটিং করেন বলে জানা যায়। ফলে তিনি রাতারাতি এলাকায় বিশেষ পরিচয় পরিচিতি লাভ করেন। আর সেই পরিচয়ের সুবাদে ২০০৬ সালে রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় প্রথম মিরাক্কেলে কৌতুক অভিনয়ের সুযোগ পান। তবে শেষ পর্যায়ে গিয়ে বাদল নন্দীকে ছিটকে যেতে হয়। বাদ পরে যান তিনি।

কিন্তু বাড়ি গিয়ে করবেন কি খাবেন কি? চাকরি তো ততদিনে চলে গিয়েছে। কাজ তো করতেন ব্যাগের দোকানে। শেষপর্যন্ত এই চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন শিল্পী। কিন্তু যাই হোক প্রচারের ঠেলাতেই কাজটা শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়। কিন্তু অভিনয় যার রক্তে তিনি কি করে কাজ করবেন। তাই কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত ছোটখাটো অনুষ্ঠানে কৌতুক অভিনয় করে নতুন জীবন শুরু করেন বলে কিন্তু তাতে ভাত জোটে না বলে জানান শিল্পী নিজেই। এখন পর্যন্ত সরকারি কোন স্বীকৃতি বা সাহায্য কোনও কিছুই কপালে জোটে নি এই শিল্পীর। তাই এখনও প্রবল অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় পড়ে নিজের মাকেও চিকিৎসা করাতে পারছেন না। অভিনয়ের দক্ষতার জন্য বাংলার বাইরে দু–দুটি কাজের সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু বাংলা এবং নিজের গর্ভধারিণী মাকে রেখে যেতে মন চায় নি তাই বাইরেও যাওয়া হয় নি আর মায়ের চিকিৎসাও করা হয়নি বলে সাফ জানিয়েছেন এই শিল্পী।

তার আবেদন এই সরকারের কাছে যোগ্য এবং অযোগ্যদের ভিড়ে যারা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি সাহায্য পাননি তারা যেন যথার্থ সুবিচার পান এটাই তার আবেদন। কারণ জীবনে হাসিটাই সব। তাই শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মানুষকে একটু হাসির আনন্দ দেওয়ার নেশায় এখন মত্ত বালির এই কৌতুক শিল্পী।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

সিরিজ সেরা রবীন্দ্র জাদেজা

শক্তিশালী অজিদের হারিয়ে দুরন্ত জয় টিম ইন্ডিয়ার

অরিঞ্জয় মিত্র

শঠে শঠ্যাং সিরিজে শেষ পর্যন্ত অদম্য অজিদের হারাল বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। যদিও চোট থাকায় বিরাট খেলতে না পারায় শেষ টেস্টে অধিনায়কত্ব করেন সহ অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। অবশ্য বিরাটের স্পিরিট যেভাবে গোটা দলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তাতে এই ফল একরকম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। রাঁচির তৃতীয় টেস্টে ভারত যেভাবে দাপিয়ে খেলেছিল তাতে আদতে গাভাসকার- বর্ডার ট্রফি ৩-১ এ জেতার কথা ছিল টিম ইন্ডিয়ার। শেষপর্যন্ত সেই সিরিজ ভারতের দখলে এল ২-১ ব্যবধানে। আগাগোড়া ব্যাটে –বলে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরমেন্স করে সিরিজের সেরা হলেন রবীন্দ্র জাদেজা।পোড়খাওয়া প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির জহুরি চোখ কিন্তু আগেই এই চিনে ফেলেছিল এই অসামান্য প্রতিভাকে। কি ভারতীয় দলে আর কি আইপিএলে তাঁর তৎকালীন চেন্নাইয়ের টিমে জাদেজাকে 'স্যার জাদেজা' বলে অভিহিতও করতে শুরু করেছিলেন। তিনি যে মাহির সেই বিশেষণের যোগ্য তা ঠারেঠোরে বুঝিয়েও দিচ্ছেন রবীন্দ্র জাদেজা। এই সিরিজে যখন দলের যা প্রয়োজন তা মিটিয়েছেন তিনি। দল যখন সঙ্কটাপন্ন, বিপক্ষের রান টপকাতে হবে তখন ব্যাট হাতে বড় রান গড়ে তুলেছেন অচিরেই। আর বোলিংয়ে তো ইনিংস পিছু ৫ উইকেট নেওয়া রীতিমতো রেওয়াজ হয়ে উঠেছে জাদেজার জন্য। বিপক্ষ অধিনায়ক স্টিভ স্মিথও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এই সিরিজে 'ওয়ান ম্যান আর্মি'র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাও স্মিথের কারিকুরিকেও ফিকে করে দিয়েছে রবীন্দ্র জাদেজার অবিস্মরণীয় অলরাউন্ড এবিলিটি। স্বাভাবিকভাবেই ম্যান অফ দ্য সিরিজ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আর অন্য কোনও নাম ভাবতেও হয়নি।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এবারের সিরিজ যে অসাধারণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল তা মানছেন প্রত্যেকেই। অসম্ভব স্লেজিং, অক্রিকেটীয় আচরণের বাইরে গিয়েও তা দুদলের তারকাদের লড়াইকে মার্কস দিতেই হবে। ভারতীয়রা এ ব্যাপারে অবশ্য বেশি নম্বরই পাবেন। একমাত্র স্মিথ বাদে অস্ট্রেলিয়ার অন্য তারকাদের সেভাবে ধারাবাহিকতা চোখে পড়েনি। তবে বল হাতে দুই স্পিনার ও-কিফ ও লায়ন ভারতীয় শিবিরকে ভালো অস্বস্তিকে রেখেছেন তা বলতেই হবে। পেসারদের পারফরমেন্স ছিল তথৈবচ। ব্যাট হাতে স্মিথকে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করার মতো কেউই ছিল না সেভাবে। কখনও ম্যাক্সওয়েল, আবার কখনও উইকেটকিপার ওয়েড চেষ্টা করেছেন পাশে দাঁড়ানোর। তবে তা আদৌ কাজে আসে নি। শেষ টেস্টের কথাই ধরা যাক। যেভাবে মাত্র এক উইকেট হারিয়ে স্মিথরা ব্যাট করছিলেন তাতে অনেকটাই বড় রান প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে পুরো টিমটাই কেমন যেন কোলাপস করে গেল। নবাগত চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ যাদবের অভিষেক টেস্টে তাঁর কাছে যেভাবে আত্মসমর্পণ করল অজিরা তা বালখিল্যের ক্রিকেটেও সম্ভবত হয় না। কুলদীপ ভাল বল করেছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের যেভাবে ভরাডুবি হয়েছে তার সামনে তাও অবর্ণনীয়। একমাত্র স্মিথ উপর্যুপরি তিন-তিনটি সেঞ্চুরি করেছেন এই সিরিজে। বাকিরা অধিনায়কের পাশে এতটাই সাধারণ মানের যে বর্ণনা করা যায় না। স্টিভেন স্মিথ একমাত্র শেষ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ভুবনেশ্বর কুমারের বলে 'ক্যাজুয়াল' শট নিতে গিয়ে আউট হয়েছেন। না হলে গোটা সিরিজ জুড়ে তাঁর পারফরমেন্স মনে দাগ কাটার মতোই। বস্তুত বুঁদির গড়ে স্মিথযেন একা 'কুম্ভ' হয়ে উঠেছিলেন।

এখানেই অজিদের টেক্কা দিতে পেরেছে ভারত। যার ফলে সিরিজ জয়ও করতে পেরেছে তারা। রবীন্দ্র জাদেজার পাশাপাশি ভারতের এই স্মরণীয় জয়ে যে তারকাদের কথা বলতেই হবে তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম আসবে চেতেশ্বর পূজারার। যথারীতি কিছু সমালোচক তাঁর পিছনে পড়ে গিয়েছেন স্লো ব্যাটিংয়ের দোহাই তুলে। কিন্তু ভেবে দেখুন, পুনেতে ১-০ এগিয়ে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া যখন দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসের সুবাদে লিড পেয়ে গিয়েছিল তখন পূজারার ওই মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ইনিংসের দৌলতেই ভারত জয়ের রাস্তা খুঁজে পায়।এই সিরিজে আগাগোড়া পূজারার ধৈর্য্যের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছে ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীদের। আজকের টি-২০-র যুগেও টেস্ট ক্রিকেটটা কিভাবে ব্যাকরণ মেনে খেলতে হয় তার অসামান্য নজির হয়ে উঠেছেন পূজারা। যা আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে টেস্ট ক্রিকেট সম্পর্কে। এই ব্যাটিং দেখতে ঘন্টার পর ঘন্টা টিভির সামনে বসে থাকলেও কোনও ক্লান্তি আসে না। ব্যাট হাতে ভারতের ইনিংসকে প্রায় প্রতি ইনিংসে নির্ভরযোগ্যতা দিয়ে গিয়েছেন ওপেনার কে এল রাহুল। ওপেনিং স্লটে ভালো শুরু সম্ভব হয়েছে এর ফলে। মুরলী বিজয়ও খুব খারাপ করেন নি। তবে রাহুলের সাবলীল শুরুটা বেজায় কাজে দিয়েছে। বিশ্বমানের কিপিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংটাও দক্ষ হাতে সামলেছেন ঋদ্ধিমান সাহা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে সেঞ্চুরি, বাংলাদেশের সঙ্গে সেঞ্চুরির পর ফের দেশের মাটিতে অজিদের বিরুদ্ধে ঋদ্ধির শতরান এসেছে এমন সময় যখন পূজারার যখন বড় পার্টনারশিপ গড়ে ওঠা প্রয়োজন ছিল। ঋদ্ধি-পূজারার সেই অনবদ্য জুটি ও জাদেজার অলরাউন্ড পারফরমেন্স রাঁচিতেও জয়ের দোরগোড়ায় এনে ফেলেছিল টিম ইন্ডিয়াকে। ভারতীয় স্পিন অ্যাটাকের এক নম্বর অস্ত্র রবিচন্দ্রন অশ্বিন উইকেট পেলেও নিজের মানে মেলে ধরতে পারেননি। উমেশ যাদব বল হাতে দারুণ সামলেছেন। ভবিষ্যতে সামি এই দলে ফিরে এলে সামি-উমেশ যুগলবন্দি বিশ্বের অনেক দেশকেই চাপে রাখবে।

এই সিরিজে অপ্রাপ্তির মধ্যে, বহুদিন পর কোনও সিরিজে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলিকে। তার ওপর রাঁচিতে কাঁধে চোট পাওয়া। দল জিতলেও বিরাট নিয়ে সামান্য একটা খচখচানি তাই থেকেই যাচ্ছে। যদিই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য বিরাট কোহলি যে মাপের ব্যাটসম্যান ও ক্রিকেটার তাতে দুর্দান্ত কামব্যাক হয়তো সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কোচ কুম্বলে এই জয়ে সঙ্গত কারণেই দাবি করেছেন, এবার বিদেশের মাটিতে সিরিজ জয় ভারতের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠবে। যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গিয়ে ক্যাঙারু বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রোটিয়াদের হারানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

হাওড়া বালির প্রাক্তন কোচ নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবারের পাঁচজনকে নিয়ে বালির বাড়ি থেকে বেড়াতে গিয়ে হরিদ্বারে হারিয়ে গেলেন প্রাক্তন কোচ ফুটবলার জ্যোতির্ময় দাস, চলতি মাসের ২২ তারিখে পরিবারের পাঁচ সদস্য স্ত্রী নীলিমা দাস, ছেলে অনুপ দাস সহ বউমাকে নিয়ে রবিবারে পৌঁছন হরিদ্বারে। সেখানে রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ আরতি দেখে কেনাকাটা করতে বাইরে বের হন। কেনাকাটা শেষ করে রাতে হোটেলের ঘরে এসে নীলিমা দেবী দেখেন স্বামী ঘরে নেই। তিনি একই ঘরে ছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। রাত সাড়ে দশটা বেজে গেলেও প্রাক্তন কোচ ঘরে না ফেরায় পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে হরিদ্বারের কোতয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরে বিষয়টি এলাকার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানালে তিনি হরিদ্বারের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

মৃদুলের কোচিংয়ে সন্তোষ জয় বাংলার

যুধিষ্ঠির নস্কর : সাব্বির আলির কোচিংয়ে ঠিক ৬ বছর আগে বাংলা যখন সন্তোষ ট্রফি জিতেছিল তখন রীতিমতো হইহই পড়ে গিয়েছিল সারা রাজ্যে। আইএফএ'র তরফে বিজয়ী বাংলা দলকে সংবর্ধিত করতে জমকালো পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ফুটবল ম্যানিয়াক সন্ধ্যায় ধর্মতলার কেন্দ্রস্থল গ্র্যান্ড হোটেলের বলরুমে বাংলার সব জগতের মানুষ হাজির হয়েছিলেন এই ঐতিহাসিক জয়কে উপভোগ করতে। হবে নাই বা কেন, বহু বছর পর ২০১১ তে সন্তোষ পেয়েছিল বাংলা। বেশ মনে আছে কোচ সাব্বিরকে রীতিমতো মাথায় তুলে রাখা হয়েছিল সেবার। অথচ সন্তোষ ট্রফি আর বাংলা ছিল 'মেড ফর ইচ আদার'। ২০১১ সালের আগে পর্যন্ত সন্তোষে বাংলার ট্র্যাক রেকর্ড ছিল ৩০ বারের জয়। এই বাংলাকে চিরকালই ফুটবল নগরী হিসেবে অভিহিত করা হয়। ফুটবলের মক্কা বাংলা যখন ক্রমশ দেশের মধ্যে পিছিয়ে পড়তে থাকে, গোয়া, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ক্রমশ এগোতে থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই গেল গেল রব ওঠে। সে জায়গা থেকে সাব্বির

আলির কোচিংয়ে বাংলার জয় অক্সিজেন এনেছিল পুরো রাজ্যে। সাব্বির নিজেও যেমন দক্ষ ফুটবলার ছিলেন, তেমন কোচ হিসেবেও তাঁর কৌশলী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল বাংলার এই জয়ে। এর পর ফের ৬ বছরের অন্তরাল। ৩১ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ৩২ বারে পা রাখতে লেগে আরও ছবছর। এবার আরেক নীরব ফুটবল কোচ (যিনি নিজেকে কর্মী ভাবতেই ভালোবাসেন) মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা ৩২ বারের জন্য জয় করল সন্তোষ ট্রফি।

গোয়ার মাটিতে তাদের ১-০ হারিয়ে শেষ পযন্ত রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ভরপুর এই ফাইনাল জিতল বাংলা। ম্যাচের মোট ৯০ মিনিটে কোনও গোল না হওয়ায় খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত। অতিরিক্ত সময়ের একদম শেষ লগ্নে ১১৯ মিনিটে বাংলার হয়ে জয়সূচক গোলটি নিয়ে আসে মনবীর সিংয়ের বাঁ পা। তাঁকে ঠিক সময় পাস বাড়িয়েছিল আরেক উদীয়মান তারকা সাইখোম রোনাল্ড। বাংলার এই সন্তোষ জয়ের পর যথারীতি শুরু হয়েছে উচ্ছ্বাস। এবারও হয়তো আইএফএর উদ্যোগে বড় কোনও পার্টি হবে। কিন্তু তাতে থেমে গেলেই চলবে না। বরং এই আবেগে না গা ভাসিয়ে বাংলার ফুটবলকে দেশের সেরা করে তোলার লড়াই চালাতে হবে পুরোদমে। এখন গোয়া হয়তো অনেকটাই দুর্বল, পাঞ্জাবের সেই গরিমাও এখন নেই। মিজোরাম, মণিপুর, মহারাষ্ট্র, কেরালা কিন্তু নতুন শক্তি হয়ে উঠে আসছে বাংলাকে প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে। সেদিকটা এখন থেকেই নজর দিতে হবে বাংলা ম্যানেজমেন্টকে।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বেঙ্গল অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল কর্তৃক ২১-তম রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। হুগলি জেলার কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের সেনশাই তারকনাথ সর্দারের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১৯ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

এই প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার জানান, অংশগ্রহণকারী প্রায় ১৯ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রায় ৩ জন প্রতিযোগী দিপান্বিতা বেরা, অদিতি রায় ও শুভজিৎ দেবনাথ স্বর্ণপদক ও প্রায় ৭-৮ জন ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। উপরোক্ত তিনজন স্বর্ণপদক বিজয়ী প্রতিযোগী পরবর্তীকালে দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত হতে চলা জাতীয় স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে তারকবাবু জানান।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

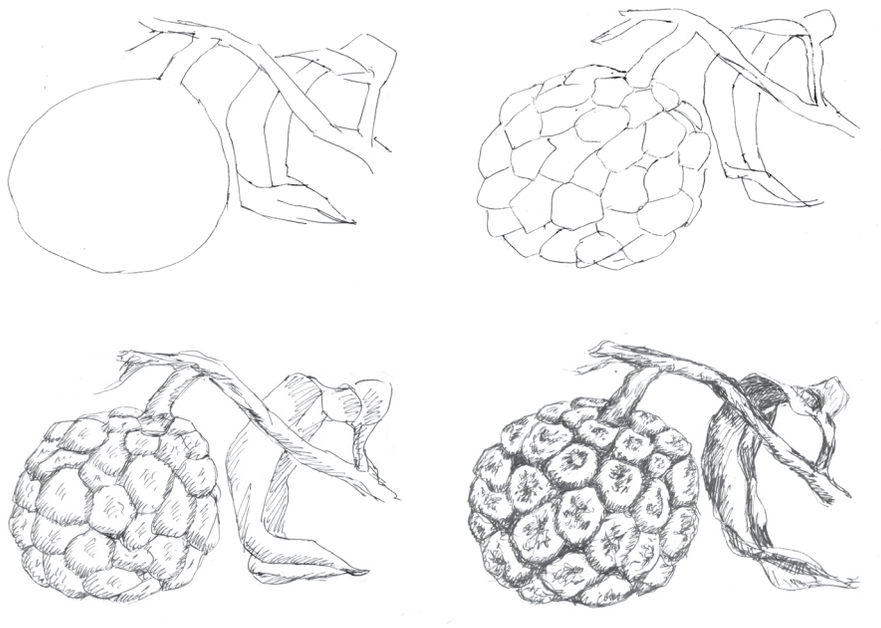

জানা অজানা

বিভিন্ন বিষয়ে অজানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ফুলঝুরি। এবারের প্রশ্ন

শরৎচন্দ্র একটি গান লিখেছিলেন তার প্রথম কলি কি?

শরৎচন্দ্র তখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন। একবার সেখানে নবীন চন্দ্র সেনের সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। সবাই শরৎচন্দ্রকে ধরলেন। সবার দাবি কবি বরণের কিছু লিখতে হবে এবং পাঠও করতে হবে স্বকণ্ঠে। প্রথমে নারাজ হলেও অনুরোধে ঢেঁকি গেলা সম্ভব হল না। তিনি একটি গান রচনা করলেন। গানটির প্রথম দিককার কলি ব্রহ্মে তুমি সুশোভিত বঙ্গ রতনে আজি হে/এসো কবিবর এসো হে/সমবেত যত দেশবাসী দরশন তব অভিলাসী...গানটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুর করে শোনালেন তার গুনমুগ্ধ ভক্তদের। ভক্তরা আব্দার করলেন— এ গানটি প্রকাশ্যে সকণ্ঠে গাইতে হবে। এ অনুরোধের ঢেকিও তাকে গিলতে হল তবে

এক শর্তে। সে শর্ত কি?

শর্তটি ছিল তিনি পর্দার আড়ালে গাইবেন। সেই শর্তানুযায়ী মঞ্চের পর্দা নামিয়ে রাখা হল। পর্দার আড়ালে তিনি সকণ্ঠে উদাত্ত সুরে স্বরচিত ওই কবিতা (গত সংখ্যায় গানে কলি জানানো হয়েছে) নিজের সুরে গান গেয়ে সমবেত সমস্ত শ্রোতাদের অভিভূত করে তুলতে বললেন। পর্দা উঠল। কিন্তু গায়ক নেই উধাও।

তিনি কি কারণে উধাও হলেন

শরৎচন্দ্রের কলমের জোর যতই থাকুক। সমাজসেবার জন্য জান লড়াই করে যতই কাজ করেছেন কিন্তু বাস্তবে তিনি ছিলেন ভীষণ লাজুক। তিনি মনে করতেন তাঁর লেখা ভাল নয়। তাঁর লেখা গান আদৌ সুগীত হয় নি। তাঁকে দেখতেও সুশ্রী নয়। তাই তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে কাজ করতে ভাল বাসতেন। নিজের প্রতি দুর্বলতা ভাবার কারণটা জন্ম সূত্রে পাওয়া। পেয়েছিলেন তার পিতার রোগ থেকে। আগামী সংখ্যার প্রশ্ন তাঁর পিতা কে? পিতার রোগটি কি?

বিশ্বজিৎ মন্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com